কিশোর মনে ভাবনা জাগে

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

কিশোর মনে ভাবনা জাগে

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

www.icsbook.info

কিশোর মনে ভাবনা জাগে

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়-
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৩০২০২, ৮৩১৮৬১১

প্রকাশ কাল ঃ
১ম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৮৩
অষ্টদশ সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী, ২০১১

মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

কম্পিউটার কাম্পোজ ঃ
আই. ই. এস. কম্পিউটার সেন্টার

www.icsbook.info

এই বইটির জন্মকথা

১৯৬৪ সালের কথা। আমি তখন নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে ঢাকা জেলে আটক ছিলাম। আমার বড় দুই ছেলে তখন স্কুলে নিচের ক্লাসের ছাত্র। ওদেরকে আল্লাহ, আখিরাত, নামায, রোযা মানে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় শিক্ষা দেয়া শুরু করা দরকার মনে করলাম। তাই জেল থেকেই ওদের জন্য সহজ ভাষায় লিখে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কিশোরদের পাতায় ছাপাতে দিলাম। এভাবে ৮/১০ টি বিষয়ে লিখা ছাপা হল।

১৯৮২ সালে ঐ লেখাগুলোর সাথে আরও অনেক বিষয়ে ঐ রকম সহজ ভাষায় লিখে এই বইটি ছাপাবার ব্যবস্থা করা হল। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে পয়লা এই বইটি ছাপা হয়। ছোটদের মনে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ধারণা দেবার আশা নিয়েই বইটি লিখেছিলাম।

কিছু স্কুল মাদরাসার ছেলে-মেয়েদের জন্য এই বইটি পাঠ্য হওয়ায় বুঝতে পারলাম যে যাদের জন্য লিখেছি তারা এতে মনের খোরাক পেয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রতি গভীর শুকরিয়া জানিয়ে ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে আরও বিষয় যোগ করে বড় আকারে বইটি ছাপানো হল।

আল্লাহর রহমতে ইসলামী আন্দোলনের ডাক কিশোর ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে বলেই এ বইটি তাদের মহলে চালু হতে পেরেছে। কিশোরদের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হোক এ কামনাই করছি।

মানুষ আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের উপরই পয়দা হয়। আল্লাহর বিধান ইসলামেই মানব মনের সঠিক খোরাক রয়েছে। তাই কিশোর বয়সে যারা এ খোরাক পায় তারা বড়ই ভাগ্যবান।

আল্লাহপাক কিশোর মনের ভাবনাকে সঠিকভাবে জাগিয়ে তোলবার জন্য এ বইটিকে কবুল করুন এ দোয়াই করি। আমিন।

গোলাম আযম

www.icsbook.info

তোমাকেও ভাবতে হবে

মন কিন্তু শরীরের মতো অলস নয়।
মন সব সময় ভাবনা-চিন্তা করে।
শরীর যখন ঘুমায় তখনও মন কাজ করে।
তাই ঘুমিয়েও স্বপ্নে এত কিছু দেখা যায়।

মন ভাবনা যোগায় আর শরীর কাজ করে।
ভাবনা ভালো হলে কাজটাও ভাল হবে।
যারা কুচিন্তা করে, কুকাজও তারাই করে।

কিশোর মনেও কত ভাবনাই না জাগে।
শয়তান সব সময় খারাপ ভাবনা জাগায়।
শয়তানের ধোঁকা থেকে মনকে বাঁচাতেই হবে।

কিশোর মনে কোন ধরনের ভাবনা জাগা উচিত?

এ বইটি থেকে তাই তালাশ করে নাও।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

এই বইতে যা যা আছে

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মানুষের পরিচয়	৯
২.	আল্লাহ কে?	১০
৩.	আল্লাহ আমার রব	১২
৪.	রাসূলের আদর্শ	১৪
৫.	বালক নবী	১৫
৬.	ইসলাম মানে কি?	১৬
৭.	কুরআনের কথা	১৮
৮.	হাদীস কি?	২০
৯.	ফিকাহ কাকে বলে ?	২১
১০.	তাওহীদ মানে কি ?	২২
১১.	রিসালাতের গুরুত্ব	২৩
১২.	আখিরাত কেমন ?	২৪
১৩.	ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ	২৫
১৪.	কালেমা তাইয়েবার সারকথা	২৭
১৫.	নামায-রোযা কেন করি?	২৯
১৬.	কাবা ঘরের পরিচয়	৩০
১৭.	মসজিদ কার ঘর ?	৩১
১৮.	আমরা মুসলিম	৩২
১৯.	ইবাদাতের আসল মানে কি?	৩৩
২০.	নামায কী শেখায়?	৩৪
২১.	যাকাতের উদ্দেশ্য কি?	৩৫
২২.	জিহাদ কাকে বলে?	৩৬
২৩.	সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়	৩৭
২৪.	খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ	৩৮
২৫.	জাহেলিয়াত কাকে বলে?	৩৯
২৬.	দুনিয়াটা কেমন জায়গা?	৪০

www.icsbook.info

২৭. ইর্সলামী সংগঠন ৪১
২৮. হজ্জের সারমর্ম কি? ৪৩
২৯. ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ৪৪
৩০. পিতা-মাতার কথামতো কেন চলবো? ৪৫
৩১. শিক্ষককে কেন মানবো? ৪৬
৩২. ভাই-বোনদের ভালবাসা ৪৭
৩৩. আমি দুষ্টু হতে চাইনা ৪৮
৩৪. ভালো মানুষ কে? ৪৯
৩৫. আমি বেহেশতে যেতে চাই ৫২
৩৬. আমাকে রুটিন মেনে চলতে হবে ৫৩
৩৭. শ্রেষ্ঠ মুনাজাত ৫৪
৩৮. আল্লাহর কাছে আমি যা চাই ৫৫
৩৯. কুরআনের কতক পরিভাষা ৫৬

www.icsbook.info

মানুষের পরিচয়

মানুষের শরীরটাই আসল মানুষ নয়। শরীরের মধ্যে যে রূহ (আত্মা) আছে সেটাই মানুষ। দুনিয়ায় যত মানুষ ছিল, যত মানুষ আছে, আর যত হবে, সব মানুষের রূহ আগেই তৈরী হয়েছে। কোথায় এসব রূহ থাকে তা আমাদের জানার উপায় নেই।

যখনই আল্লাহ কোন রূহকে দুনিয়ায় পাঠাতে চান তখনি তার জন্য মায়ের পেটে মানুষের একটা ছোট্ট শরীর তৈরি করে এর মধ্যে রূহ দেন। জন্মের পর সেই শরীরটা আস্তে আস্তে বড় হয়। দুনিয়ায় এ শরীরটা দিয়ে মানুষ সব কাজ করে। যখন মানুষ মরে তখন শুধু শরীরটাই মরে। রূহ আবার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে কোথায় থাকে এবং কিভাবে থাকে তা দুনিয়ায় থেকে বুঝা যায় না।

যদ্দিন এ দুনিয়া চলতে থাকবে তদ্দিন এ সব রূহ এভাবেই থাকবে। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর কথামতো কাজ করেছে তারা সেখানে আরামেই থাকবে। আর যারা খারাপ কাজ করে গেল তারা দুঃখেই থাকবে।

একদিন এমন হবে যে এ দুনিয়া ভেঙ্গে যাবে। সেদিনই হলো কেয়ামতের দিন। আবার আর এক রকম দুনিয়া পয়দা হবে। সব মানুষের শরীর আবার তৈরী হবে। হাশরের ময়দানে সব মানুষকে বিচারের জন্য হাজির হতে হবে। কেউ কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তাহলে দেখা গেল, মানুষ তৈরি হবার পর আর মরে না। শুধু মানুষের শরীরটাই একবার মরে, আবার তৈরি হয়।

এত সব কথা আমরা কেমন করে জানলাম? মানুষ নিজে নিজে এসব কথা জানতে পারে না। এসব বিষয় আল্লাহপাক নবীকে শিখিয়ে দিয়েছেন। নবীর ঐ সব শেখা কথা কুরআন ও হাদীসে আছে। সেখান থেকেই আমাদেরকে জানতে হবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আসল মানুষ কে?

(২) মানুষ মারা গেলে রূহ কোথায় থাকে?

(৩) কিয়ামতের দিন কি হবে?

www.icsbook.info

আল্লাহ কে?

আমরা দেখি যে ঘরবাড়ি, কলকারখানা, বাড়ির সব জিনসপত্র মানুষের হাতেই তৈয়ার হয়। আপনা-আপনি কোন জিনিসই হয় না। তাহলে আমরা কেমন করে পয়দা হলাম? আমাদেরকে কে তৈরি করল? নিশ্চয়ই কেউ তৈয়ার করেছে। তিনিই আল্লাহ।

আমরা আম গাছের আঁটি মাটিতে পুঁতে রাখি। কে তা থেকে গাছ তৈরি করে? ফুল গাছে কে ফুল ফুটায়? কে বৃষ্টি দেয়? বাতাস কে চালায়? এ সব কাজ যিনি করেন তিনিই আল্লাহ।

আল্লাহকে আমরা দেখতে পাই না কেন? আমাদের দেখবার ক্ষমতা খুব কম। সামনের দিকে আমরা দেখি। পেছনে তো দেখতে পাই না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আমার মাথা যখন ব্যথা করে তখন কেউ কি সে ব্যাথা দেখে? বাতাস সব সময় আছে, কিন্তু কোন সময়ই আমরা তা দেখি না। আল্লাহর তৈরি সব জিনিসই আমরা দেখতে পাই না। কারণ দেখার শক্তি আমাদের খুবই কম। আল্লাহকে দেখবার মতো শক্তিশালী চোখ এ দুনিয়ায় নেই। আখিরাতে চোখের শক্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন আমরা তাঁকে দেখতে পাব।

মানুষের মধ্যে কে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে? সবাই জানে যে আব্বা-আম্মা সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাঁরা আমাদের আরামের জন্য কত চেষ্টা করেন। আল্লাহ আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি ভালবাসেন। দুনিয়ায় যত জিনিস আছে সবই আমাদের জন্যই তিনি তৈরি করেছেন। আলো-বাতাস, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, ফল-ফুল এ সবই আমাদের দরকার। আমাদেরকে তিনি খুব আদর করেন বলেই তিনি এসব দিয়েছেন। এসব যদি তিনি তৈরি না করতেন তাহলে কোন মানুষ একদিনও বাঁচতো না।

পিতা-মাতার কাথা না শুনলে যেমন তাঁরা রাগ করেন, আল্লাহর শেখানো ইসলামকে না মানলেও তেমনি তিনি গোস্বা হন। আব্বা আম্মা যখন আমাদের উপর খুশি থাকেন তখন আমাদের মন কেমন ভাল লাগে। কিন্তু

www.icsbook.info

তারা রাগ করলে আমাদের মন কত খারাপ হয়। আল্লাহর কথামতো চললে তিনিও খুশি হবেন, আমাদের মনও ভাল থাকবে।

শিশুরা বিপদে পড়লে মাকেই ডাকে। অসুখ হলে বাপ-মা -কে দেখে শান্তি পায়। কিন্তু বাপ-মা কি ব্যারাম দূর করতে পারে? তাদের অসুখ হলে তারা কাকে ডাকেন? যখন খুব জোরে তুফান আসে তখন বাপ-মা ও পাড়ার সব লোক পেরেশান হয়ে আল্লাহকেই ডাকে। মানুষ আপদ-বিপদে, অসুখ-বিসুখে ও ঝড়-তুফানে যাকে বাধ্য হয়ে ডাকে তিনিই আল্লাহ।

আল্লাহকে চোখে দেখা যায় না এ কথা ঠিকই। কিন্তু তার কাজ কর্মই প্রমান করে যে তিনি আছেন। তিনিই আমাদের জন্য গাছের ডালে ফল ঝুলিয়ে রাখেন। পাকা মিষ্টি আম গাছ থেকে পড়বার সময় আমরা সে কথা কি খেয়াল করি?

আব্বা-আম্মা যে আমাদেরকে এত আদর করেন তাদের মনে এ ভালবাসা কে দিয়েছে? সূর্যের আলো, চাঁদের মিষ্টি হাসি, তারার মিটিমিটি চাহনি কার দান?

আমাদের শরীরটা এত সুন্দর করে কে তৈরি করেছে? দেখার জন্য চোখ, শুনার জন্য কান, কথা বলার জন্য জিহ্বা কে দিয়েছে? এ সব কথা যদি আমরা একটু ভেবে দেখি তাহলে মন আপনিই বলে ওঠে যে তিনিই আল্লাহ।

আমাদের শরীরের প্রতিটি অংগ, আসমান ও জমীনের প্রতিটি জিনিস যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক তিনি একজনই! তাঁর আসল নাম আল্লাহ। তাঁর গুণবাচক নাম অনেক-রাহমান, রাহীম, খালিক, মালিক, রাজ্জাক ইত্যাদি বহু নাম কুরআন শরীফে আছে।

প্রশ্নের জবাব দাওঃ

(১) আল্লাহ আমাদের তৈরী করেছেন, তা কিভাবে বুঝা যায়?
(২) আল্লাহ তায়ালা কে?
(৩) কি করলে আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন?

www.icsbook.info

আল্লাহ্ আমার রব

রব মানে যিনি লালন-পালন করেন। আমার ছোট বয়সে কত আদর-যত্ন করে আমার পিতা-মাতা আমাকে লালন-পালন করেছেন। আল্লাহ্ নিজেই হুকুম করেছেন, আমরা যেন পিতা-মাতার জন্য এভাবে দোআ করি, 'হে আল্লাহ্! ছোট সময় তাঁরা দু জন যেভাবে দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেভাবে তুমিও তাঁদের দু'জনের উপর দয়া করো।

লালন-পালন করা মানে কী? একটা উদাহরণ দিই। গাছের চারা লাগানোর পর গাছটিকে বড় হওয়ার জন্য যাকিছু করা দরকার, তা করাকে লালান-পালন বলে। দরকারমতো পানি দেয়া, পোকামাকড় লাগলে তা দূর করা, পশু যাতে খেয়ে না ফেলে সেজন্য বেড়া দেয়া, কাণ্ডটা মযবুত না হওয়া পর্যন্ত খুঁটি বেঁধে রাখা ইত্যাদি করা হলেই লালন-পালন করা হলো।

মানব শিশুকে জন্মের পর থেকে মাতা-পিতা কত কষ্ট করে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করেন। আমার ছোট ভাই-বোনকে কীভাবে আম্মা-আব্বা লালান-পালন করেছেন, তা দেখে বুঝতে পেরেছি, আমাকেও এভাবে তাঁরা যত্ন করেছেন। এসব আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু আমরা কমই চিন্তা করি যে, আমার আসল লালন-পালনকারী কে? মায়ের পেটে আমার দেহটি কে তৈরি করেছেন? জন্মের সাথে সাথে মায়ের বুকে কে খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? একটু বড় হলে মা মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ খাবার কে হজম করিয়েছেন? অসুখ হলে কে ভালো করে দিয়েছেন? কথা বলার যোগ্যতা কে দিলেন? পিতা-মাতার দিলে আমার জন্য কে দয়া-মায়া দিলেন?

আমরা যতই ভুলে থাকি না কেন, আমাদের আসল রব একমাত্র আল্লাহ। মা আমার মুখে যে খাবার তুলে দিলেন তা কে সৃষ্টি করল? দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য আমার যা কিছু দরকার তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা কার?
আমরা এ কথা খেয়াল করি না যে, প্রতি মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে লালন-পালন করছেন। কে আমার নিঃশ্বাস চালু রেখেছেন? আমার হার্ট যে প্রতি মুহূর্তে চলছে তা বন্ধ হলেই তো সব শেষ! কে

www.icsbook.info

আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত হলে কে আমাকে ঘুম দিয়ে শান্তি দান করেন? আমি তাঁর কথা ভুলে গেলেও তিনি আমাকে লালন-পালন করতে ভোলেন না।

মায়ের কথা আমরা ভুলি না। মা আমার জন্য যা করেছেন, তা কি ভোলা যায়? আল্লাহ কি মায়ের চেয়ে হাজার গুণ বেশি করছেন না? তাঁকে কি মায়ের চেয়েও বেশি মনে করা উচিত নয়? অথচ আমরা তাঁকে কমই স্মরণ করি।

যাতে তাঁকে ভুলে না থাকি, সেজন্য তিনি দয়া করে দিনে পাঁচ বার নামাযের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। যা-ই কিছু করি বিসমিল্লাহ বলে শুরু করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। খাওয়ার আগে ও পরে, ঘুমের আগে ও পরে, পেশাব-পায়খানায় যাবার আগে ও পরে যাতে দোআ পড়ি, সেজন্য আল্লাহর রাসূল (স) দোয়া শিখিয়েছেন।

'আল্লাহ আমার রব' এ কথাটি নামাযে রুকু ও সিজদায় বারবার উচ্চারণ করার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা মানে 'আমার মহান রব বড়ই পবিত্র'।

তিনি কি শুধু আমার রব? তিনি তো রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানেরই তিনি রব। তাহলে 'আমার রব' বলা শেখানো হলো কেন? 'আমার রব' না বললে অতি আপন মনে হয় না। এভাবে বললেই আল্লাহ বেশি খুশি হন।

শিশুর মুখে যখন কথা ভালোভাবে ফোটে না তখনো সে বলে, 'আমাল আম্মু' বড় ভাই-বোনরা তার সাথে ঝগড়া করে বলে, 'তোমার নয়, আমার আম্মু। তখন সে রাগ করে আরো জোরে বলে আমাল আম্মু। এটাই ভালোবাসার ভাষা। শিশুকে এ ভাষা কে শেখায়? এটা ভালোবাসারই শিক্ষা। তাই প্রাণভরে বলতে হয়, 'আল্লাহ আমার রব'।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আমরা কিভাবে আব্বা-আম্মার জন্য দোআ করব?
(২) আল্লাহ আমাদের কিভাবে লালন-পালন করেন?
(৩) রব মানে কি, আমাদের আসল রব কে? কেন?
(৪) আল্লাহ তাঁকে স্মরণ করার কি ব্যবস্থা করেছেন?

www.icsbook.info

রাসূলের (স) আদর্শ

আমরা সবাই চাই আমাদের হাতের লেখা সুন্দর হোক। কিন্তু শুধু চাইলেই কি সুন্দর হয়? সুন্দর লেখা শিখতে হলে সন্দর নমুনা চাই। তাই স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদেরকে আদর্শ বই দেখে লিখতে বলেন। সে বইকে আদর্শ লিপি বলা হয়।

আদর্শ লিপিতে কী সুন্দর করে সব লেখা! দেখলেই মনে হয়, ইস যদি আমার লেখা এমন সুন্দর হতো! যা দেখলেই নকল করতে ইচ্ছে হয় তারই নাম আদর্শ । আদর্শ বই মানে যে বই দেখে লেখা দরকার।

হাতের লেখাটুকু যেমন আদর্শ বই বা নমুনার লেখা ছাড়া সুন্দর করা যায় না, দুনিয়ার সব কাজেই তেমনি নমুনা বা আদর্শ দরকার।

আমরা মানুষ। আমরা কি ভাল হতে চাই না? কিন্তু শুধু চাইলেই ভাল হওয়া যায় না। যদি এমন কোন আদর্শ মানুষ পাওয়া যায় যিনি সবচেয়ে ভাল মানুষ, তাহলে তাঁকে দেখে নিশ্চয়ই ভাল হওয়া যাবে। এমন নমুনার মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে?

যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৈরি করেছেন তিনি আমাদের জন্য আদর্শ মানুষও পাঠিয়েছেন। ঐ আদর্শ মানুষদেরকেই নবী বা রাসূল বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ। ভাল মানুষ হতে হলে তাঁকেই ভাল করে অনুকরণ করতে হবে।

মানুষ যাতে সব দিক দিয়ে ভাল হতে পারে সেজন্যই আল্লাহ পাক নবী পাঠান। হযরত মুহাম্মদ (স) সবচেয়ে বড় ও শেষ নবী। সব মানুষের জন্যই তিনি আদর্শ বা নমুনা।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আদর্শ কি? আদর্শ বই অর্থ কি?

(২) কিভাবে ভাল হওয়া যায়? ভাল মানুষ হওয়ার জন্য কি করতে হবে?

(৩) মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ কে?

www.icsbook.info

বালক নবী (স)

এ নবী এক সময় আমাদের মতোই বালক ছিলেন। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর আব্বা আব্দুল্লাহ মারা যান। জন্মের ৬ বছর পর তাঁর আম্মা আমিনাও মারা গেলেন। ইয়াতীম বালককে তাঁর চাচা আবু তালেবই আদর করে লালন পালন করেন।

যাঁরা নবী হয়ে দুনিয়ায় আসেন তাঁরা জন্ম থেকেই নবী হন। তাই ছোট বয়সেও তাঁরা আদর্শ বালক। বালক মুহাম্মদকে দেখে সব বালকই স্বীকার করতো যে এর মতো ভাল ছেলে আর নেই।

আমরা যদি ভাল ছেলে হতে চাই তাহলে কোন আদর্শ ছেলেকে দেখে দেখে সেরূপ হবার চেষ্টা করতে হবে। এমন আদর্শ ছেলে কোথায় পাব? বালক মুহাম্মদই আমাদের আসল আদর্শ। কিন্তু তাঁকে আমরা কেমন করে পাব?

তাঁর জীবন কথা পড়লেই তাঁকে কাছে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সমান বয়সের সব বালক-বালিকার সাথে সব সময় হাসি মুখে কথা বলতেন। কারো সাথে ঝগড়া ও মারামারি করতেন না। ঝগড়া করতে দেখলে মিষ্টি কথায় তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতেন। নিজে কাউকে গালি দিতেন না। কোন ছেলে তাঁকে গালি দিলে তিনি তাকে হাসি মুখে বুঝিয়ে দিতেন। তখন সে ছেলে লজ্জা পেয়ে আর কোন সময় গালি দিত না।

তিনি মুরুব্বীদের কথামতো চলতেন। তাই সবাই তাঁকে আদর করত। লোকে তাঁকে যত ভাল বলতো তিনি তার চেয়েও বেশী ভাল হয়ে চলতেন। তাই ভাল হতে হলে বালক মুহাম্মদ (স) এর মত হতে হবে এবং তাঁকে আদর্শ বালক মেনে তাঁকেই অনুকরণ ও নকল করতে হবে। আর তা করতে হলে তাঁর জীবনী ভাল করে পড়তে হবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) নবী মুহাম্মদ (স) বাল্যকালে কেমন ছিলেন?

(২) নবী মুহাম্মদ (স) তাঁর সমান বয়সের বালক-বালিকার সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

(৩) ভাল হতে হলে আমাদের কি করতে হবে?

www.icsbook.info

ইসলাম মানে কি?

কিসে আমাদের ভাল হবে তা অনেক সময় আমরা বুঝি না। কিন্তু আমাদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণ সব সময়ই আমাদের ভালই চান। তাই আমরা যখন তাদের কথামতো চলতে চাই না তখন তারা আমাদেরকে ধমক দেন। যারা আমাদের চেয়ে আরও ছোট তারা আরও অবুঝ। তারা আগুনে হাত দিতে চায়। এতে যে কষ্ট হবে তা ওরা বুঝে না। নিজের পায়খানাই হালুয়ার মতো মুখে দিয়ে বসে। খেলতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। যদি ওরা জানতো যে এতে তাদের ক্ষতি হবে তাহলে এসব কখনো করতো না। মানুষ যখন বড় হয় তখন ছোটদের মতো এসব ভুল ও বোকামী করে না। কিন্তু আরও অনেক বিষয় আছে যা বড়রাও বুঝে না। তাই ঐসব বিষয়ে বড় হয়েও মানুষ ভুল করে।

এ দুনিয়া কে তৈরি করল? আসমান-জমিন কার কথামতো চলে? মানুষ কোথা থেকে এলো? দুনিয়ায় কিভাবে কাজ করা দরকার? শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? মরার পর কি হবে? কবরে গিয়ে কি মানুষ জিন্দা হয়? মরবার পর সুখ পেতে হলে এখন কি করা দরকার? এ ধরনের অনেক কথা আছে যা বড় হলেও মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এ সব বিষয় মানুষ নিজে নিজে কিছুই বুঝতেও পারে না।

তাই দয়ালু আল্লাহ ঐ সব কথাই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেমন করে তিনি শিক্ষা দেন? তিনি নিজে সব মানুষকে শিখান না। তিনি যাকে শিখান তাঁকেই নবী বা রাসূল বলে। নবীরা আল্লাহর কাছে শিখেন, আর তাঁরা অন্য মানুষকে শিখান।
নবীরা আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু শিখেন একসাথে সে সবটুকুকেই ইসলাম বলে। ইসলাম মানে শান্তি।

খুব ছোট শিশুদেরকে আমরা যেমন বোকা ও অবুঝ মনে করি আমাদের বড়রাও আমাদেরকে তেমনি বোকা মনে করেন। আমরা যেমন শিশুদের বোকামী দেখে হাসি, আমাদের ভুল দেখেও মুরুব্বীরা তেমনি হাসেন। শিশুরা যা জানে না আমরা তাদেরকে তা শিখাই। হাঁটতে জানে না বলে হাত ধরে হাঁটা শিখাই, লিচু খেতে পারে না বলে খোসা ফেলে খেতে দিই

www.icsbook.info

জামা পরতে পারে না বলে পরিয়ে দেই।

তেমনিভাবে আমরা যা পরি না গুরুজন তা শিখিয়ে দেন, যা বুঝি না তা বুঝিয়ে দেন।

আবার যারা বড় হন তারাও অনেক কিছু জানে না, বুঝেনা। আল্লাহর সামনে তারাও বোকা। তাই যেসব কথা তারা জানে না সে সব নবীকে তিনি শিখিয়ে দেন। আর নবী আল্লাহর কাছে যা শিখেন তা সবাইকে শিখিয়ে দেন।

আল্লাহর কাছে নবী যা কিছু শিখেছেন তা এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কুরআন ও হাদিসে ঐ সব কথাই আছে। ইসলাম ঐ কুরআন ও হাদিসেই পাওয়া যায়। ইসলাম না শিখলে মানুষ তেমনি ভুল করবে যেমন শিশু না জেনে ভুল করে। তাই দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুখ পেতে হলে ইসলামকে শিখতে হবে।

ইসলাম একটি আরবি শব্দ। এর আসল অর্থ হলো আল্লাহর ইচ্ছা মতো চলা। আর আল্লাহর মরজি মতো চলার মধ্যেই শান্তি। তাই ইসলাম অর্থও শান্তি।

আল্লাহ বলেছেন যে আসমান জমিনের সবকিছুই তাঁর কথামতো চলে। এ জন্যই তারা সবাই শান্তিতে আছে। চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা গাছ-পালা, নদী-নালা, আগুন-পানি, ইথার-বাতাস সবই আল্লাহর কথা মতো চলে। এভাবে চলার নামই ইসলাম। মানুষ যদি এভাবেই চলে তাহলে তারাও শান্তি পাবে। এভাবে চলে না বলেই মানুষ এত রকম অশান্তিতে আছে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আমাদের পিতা-মাতা ও শিক্ষক কখন আমাদেরকে ধমক দেন?
(২) দয়ালু আল্লাহ আমাদের কি সব কথা শিক্ষা দিয়েছেন?
(৩) ইসলাম অর্থ কি? ইসলাম কাকে বলে?

www.icsbook.info

কুরআনের কথা

কুরআন শব্দটির অর্থ হলো, যা পড়া উচিত। আল্লাহ্ পাক নিজেই এ নাম দিয়েছেন যাতে মানুষ মন দিয়ে এ কিতাবটি পড়ে। কিতাব আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বই। কুরআন আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ এ কিতাব নাযিল করেছেন।

আমরা যে সব বই কিনি তা লেখার পর কোন প্রেসে ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে। কুরআন কিন্তু এভাবে দুনিয়ায় আসেনি। আল্লাহতায়ালা নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে ছাপিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি। বই হিসেবে এ কুরআন মানুষের কাছে আসেনি।

হযরত জিবরাইল (আ) এক বড় সম্মানিত ফেরেশতা। আল্লাহর কাছ থেকে তিনি কুরআনের কথাগুলো মুহাম্মদ (স) এর কাছে পৌছে দিয়েছেন। কুরআন বিরাট এক বই। এতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার আয়াত আছে। একসাথে সবটুকু নাযিল হয়নি। অল্প অল্প করে জিবরাইল (আ) মুখে উচ্চারণ করে রাসূল (স)-কে শুনিয়ে দিতেন। আর রাসূল (স)শুনে শুনেই মুখস্থ করে নিতেন। এভাবেই কুরআন তেইশ বছরে নাযিল হয়।

রাসূল (স) যখন যতটুকু শুনতেন তখনই তাঁর সাহাবীগণকে সেটুকু লিখে রাখার হুকুম দিতেন। রাসূল (স) নিজে যেমন মুখস্থ করতেন। সাহাবাগণও মুখস্থ করতেন। আজও সারা দুনিয়ায় লাখ লাখ মানুষ কুরআন মুখস্থ করছে। যারা কুরআন মুখস্থ করেছেন তাঁদেরকে হাফিজ বলে। রমযান মাসে তারাবীহ নামাযে হাফিজ সাহেবরা গোটা কুরআন পড়ে শুনান।

কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি বহু ভাষায় কুরআন আনুবাদ করা হয়েছে। কুরআনের অর্থ বুঝবার জন্য অনুবাদ পড়তে হয়। কিন্তু অনুবাদ মানুষের রচনা তাই আল্লাহর কিতাব বলতে আরবি কুরআন বুঝায়। অনুবাদকে কুরআন বলা চলে না। তাই আল্লাহর কিতাব হিসেবে আরবিতে কুরআন পড়তে হয়।

www.icsbook.info

কিভাবে চললে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে এবং আখিরাতে বেহেশতে যেতে পারবে সে কথাই কুরআনে আছে। তাই দুনিয়ার ও পরকালের মুক্তি পেতে হলে কুরআন ভাল করে বুঝতে হবে। কুরআনকে সহজভাবে বুঝবার জন্য যে সব বই লেখা হয়েছে তাকে "তাফসীর" বলে।

আমাদেরকে কুরআন বুঝবার চেষ্টা করতেই হবে। "তাফহীমুল কুরআন" নামে একটি সহজ তাফসীর আছে। তাফহীম মানেই বুঝিয়ে দেয়া। এ বইটি পড়লে সহজেই কুরআন বুঝতে পারা যায় বলেই এর নাম 'তাফহীমুল কুরআন'। আরবি ভাষা যারা বুঝে না তারাও এ তাফসীরের সাহায্যে কুরআনের উপদেশগুলো সহজে জানতে পারে। এ তাফসীরের লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)।

কুরআন যে সত্যি আল্লাহর কিতাব এর প্রমান অনেক। একটা প্রমান সবারই জানা। সেটা হলো কুরআন সহজেই মুখস্থ হয়। আল্লাহ পাক কুরআনকে হেফাযত করার জন্যই মুখস্থ করা সহজ করে দিয়েছেন।

অর্থ বুঝলেও কোন বই সহজে মুখস্থ থাকে না। অথচ অর্থ না বুঝেও কুরআনের মতো এত বড় বই আট দশ বছরের ছেলেমেয়েরাও মুখস্থ রাখতে পারে। এটাই কুরআনের 'মোজেযা'। যেটা সাধারণভাবে হয় না এবং যা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় তাকেই মোজেযা বলে।

যে কুরআনের সূরা বেশি মুখস্থ করে আল্লাহ তাঁর মুখস্থ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন। তাই সে অন্য বিষয়ও সহজে মুখস্থ করতে পারে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) কুরআন শব্দের অর্থ কি? কুরআনের নাম কুরআন রাখলেন কেন?
(২) কুরআন কে নাজিল করেছেন? কিভাবে নাজিল করেছেন?
(৩) কাদেরকে 'হাফিজ' বলা হয়? তাফসির কাকে বলে?
(৪) তাফহীমুল কুরআন কি? এর লেখক কে?
(৫) মোজেযা কাকে বলে? কুরআনের 'মোজেযা' কি?

www.icsbook.info

হাদীস কি?

হাদীস শব্দের অর্থ হলো 'কথা'। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় হাদীসের অর্থ 'রাসূল (স) এর কথা।' আল্লাহ্ পাক রাসূল (স) কে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ বানিয়েছেন যাতে তাঁকে অনুকরণ করে ভাল মানুষ হওয়া যায়। তাই আমাদেরকে ভাল করে জানতে হবে রাসূল (স) কী কী কথা বলেছেন। কী কী কাজ তিনি নিজে করতেন এবং অন্যদেরকে করতে বলতেন। আর কোন্ কোন্ কাজ তিনি পছন্দ করতেন না। যে সব কাজে তিনি আপত্তি করেননি সে সব কাজ তিনি পছন্দ করেছেন বলে মনে করা যায়। তাই রাসূল (স) এর কথা, কাজ ও পছন্দ বা অনুমোদনকে হাদীস বলে।

আল্লাহ পাক রাসূল (স) এর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন সে কিতাবকে কিভাবে মানতে হবে তা রাসূল (স) নিজের জীবনে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই রাসূলের জীবন কুরআনেরই আসল ব্যাখ্যা। বলতে গেলে রাসূল (স) এর জীবন থেকেই কুরআনকে বুঝতে হবে। আর হাদীস থেকেই রাসূলের জীবনকে ঠিকভাবে জানা যায়। এ জন্যই হাদীস ভাল করে পড়তে হবে যাতে কুরআন অনুযায়ী চলা সহজ হয়।

হাদীসের ভাষাও আরবি। বাংলা ভাষায় হাদীসের তরজমা পাওয়া যায়। হাদীসের কয়েকটি নামকরা বই এর অনুবাদ বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন 'মেশকাত শরীফ' ও 'বোখারী শরীফ'। হাদীসের এসব বড় বড় কিতাব ছাড়াও অনেকেই বিশেষ জরুরি কতক অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বই আকারে প্রকাশ করেছেন এসব থেকে হাদীস পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

হাদীসের বড় বড় বই এর মধ্যে বোখারী শরীফই সবচেয়ে বিখ্যাত। কুরআনের পর এ কিতাবকেই সবচেয়ে বেশি সম্মান দেয়া হয়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) হাদীস শব্দের অর্থ কি? হাদীস কাকে বলে?

(২) হাদীস পড়তে হবে কেন?

(৩) আমরা কিভাবে হাদীস পড়তে পারি? হাদীসের একখানা বড় বই এর নাম বল।

www.icsbook.info

ফিকাহ্ কাকে বলে?

আরবি 'ফিকাহ' শব্দ থেকে বাংলা ও উর্দু ভাষায় ফিকাহ্ শব্দটি চালু হয়েছে। এর অর্থ হলো বুঝবার শক্তি। যাদের কুরআন ও হাদীসকে ভালভাবে বুঝবার শক্তি আছে তাদেরকে 'ফকীহ' বলে। শত শত বিখ্যাত ফকীহ আছেন যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) সবচেয়ে বেশি নামকরা।

এসব 'ফকীহ' সারা জীবন বহু কষ্ট করে কুরআন ও হাদীসকে গভীরভাবে বুঝেছেন। মুসলমানদের জীবনে কোন কাজ কিভাবে করলে আল্লাহ খুশি হবেন তা তারা বুঝতে পেরেছেন। যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কথা নেই সে ব্যাপারে কোনটা করা ঠিক ও কোনটা ঠিক নয় সেকথা তারা চিন্তা করে বের করেছেন। দুনিয়ার সব মুসলমান তাঁদের এ মহান চেষ্টার ফলে সহজেই জানতে পেরেছে যে খাঁটি মুসলিম হতে হলে কিভাবে চলতে হবে।

তাঁদের এ চেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে। প্রত্যেক যুগেই এমন সব নতুন নতুন বিষয় দেখা দেয় যেসব বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে জানতে হয় যে কী করা দরকার। যেমন বর্তমানে মাইক ছাড়া সভাই হয় না। নামাযে এ মাইক ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা এ বিষয়টা জানা দরকার। সব ধরনের নতুন বিষয়ই কুরআন ও হাদীসের আলোকে মীমাংসা হওয়া দরকার। যারা এসব মীমাংসার চেষ্টা করেন তাদেরকে মুজতাহিদ বলা হয়।

যেহেতু ফিকাহ সব বিষয় ইসলামের নিয়ম-কানুন নিয়েই চর্চা করে সেহেতু ফিকাহকে ইসলামী আইন শাস্ত্রও বলা হয়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) ফিকাহ্ শব্দের অর্থ কি? ফকীহ কাকে বলে?

(২) নামকরা কয়েকজন ফকীহর নাম বল

(৩) ইজতিহাদ কাকে বলে?

www.icsbook.info

তাওহীদ মানে কি?

ওয়াহিদ মানে এক। তাওহীদ মানে একত্ব ঘোষণা করা। আল্লাহ যে এক একথা বিশ্বাস করা ও প্রচার করাই তাওহীদ। আল্লাহর সাথে আর কেউ শরীক নেই। তাঁর পিতা-মাতা বা বিবি-বাচ্চা নেই। তাঁকে কেউ তৈরি করেনি। তিনিই সবকিছু তৈরি করেছেন। তাঁর গুণের সাথেও কেউ শরীক নেই।

তিনি একাই দুনিয়ার সবকিছু তৈরি করেছেন। মানুষের জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তাঁরই হাতে। সমস্ত সৃষ্টির যা কিছু দরকার তিনিই দান করেন। তাই শুধু তাঁরই কাছে দোয়া করতে হবে। কোন দেব দেবী বা ফেরেশতা, পীর-দরবেশ বা সাধকের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা শুধু এক আল্লাহর হাতে।

অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ আল্লাহ-ই দেন মানুষকে সংশোধন করার জন্য। যেমন বাপ-মা ছেলেকে ভাল হয়ে চলবার জন্য দরকার হলে মারধোর করেন। অসুখ ভাল করা ও বিপদ দূর করার ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

তাওহীদ মানে একমাত্র আল্লাহকে মনিব মেনে তাঁরই উপর ভরসা করে চলা এবং সব অবস্থায় তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া।

তাওহীদের বিপরীত শব্দ হলো 'শিরক'। 'শিরক' মানে আল্লাহর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করা। চাঁদ-সুরুজ বা দেব-দেবীকে পূজা করলে আল্লাহর সত্তার সাথে অন্যকে শরীক করা হলো। আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না।

কোন নেক লোকের কবরে যেয়ে তার কাছে কিছু চাওয়া, কবরে সিজদা করা, আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন মানতে রাজি হওয়া ইত্যাদি শিরকের মধ্যে গণ্য।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) তাওহীদ অর্থ কি? তাওহীদ বলতে কি বুঝ?

(২) শিরক অর্থ কি? আল্লাহ কোন গুনাহ মাফ করবেন না?

(৩) কয়েকটি শিরকের উল্লেখ কর।

www.icsbook.info

রিসালাতের গুরুত্ব

রাসূল মানে বানীবাহক। যিনি আল্লাহর কাছ থেকে বাণী বা কথা জানতে পারেন তিনিই রাসূল। রাসূলের কাছে যে বাণী আসে তাকেই 'রিসালাত' বলে।

মানুষকে দুনিয়ায় ভালভাবে চলার জন্য আল্লাহ পাক রাসূলের মারফতেই হেতায়াত পাঠান। কুরআন পাক আল্লারই বাণী। রাসূল আল্লাহর কথামতো সব কাজ করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে চললে দুনিয়ায় শান্তি পাওয়া যাবে এবং আখিরাতে সুখে থাকা যাবে। তাই আমাদের জীবনে রিসালাতের গুরুত্ব খুবই বেশি।

রাসূল মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু আর সব মানুষের যেমন ভুল হয় রাসূলের তেমন ভুল হয় না। কারণ রাসূলের নিকট আল্লাহ অহী পাঠান। আল্লাহর কোন ভুল হতে পারেনা। তাই রাসূলকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন বলে তাঁরও ভুল হয় না।

মানুষ হিসেবে যদি রাসূল কোন সময় ভুল করে বসেন তাহলে আল্লাহ অহী পাঠিয়ে তা শুদ্ধ করে দেন। তাই রিসালাত বা আল্লাহর বাণীর মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে না। এ কারণেই রাসূলের কথা বুঝে না আসলেও মানতে হবে। রাসূল ছাড়া অন্য লোকের কথা বিনা যুক্তিতে আমরা সাধারণত মানি না। কিন্তু রাসূলের বেলায় এ কথা খাটে না। কারণ আমাদের বুঝতে ভুল হতে পারে কিন্তু রাসূলের মধ্যে কোন ভুল নেই। তাই জীবনে সঠিক পথে চলার জন্য রিসালাতই আমাদেরকে নির্ভুল পথ দেখায়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) রাসূল মানে কি? রিসালাত কাকে বলে?
(২) আমাদের জীবনে রিসালাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।
(৩) জীবনে সঠিক পথে চলার জন্য রিসালাত আমাদেরকে কিভাবে নির্ভুল পথ দেখায়?

www.icsbook.info

আখিরাত কেমন?

এ দুনিয়া শেষ হবার পর আবার আল্লাহ পাক আর একটা দুনিয়া তৈয়ার করবেন। হাজার হাজার বছর ধরে যত মানুষ দুনিয়ায় পয়দা হয়েছিল সব মানুষকে এক বিরাট ময়দানে হাজির করা হবে। সেদিনটাকেই হাশরের দিন বলে। হাশর অর্থ একত্র হওয়া। সব মানুষকে একসাথে হাজির করা হবে বলেই এর নাম হাশর।

দুনিয়ার জীবনের পর আবার এই যে জীবন হবে তারই নাম আখিরাত। আরবি আখের শব্দের অর্থ শেষ বা পর। এ জীবনই শেষ জীবন এবং দুনিয়ার পরই এ জীবন হবে। তাই এর নাম আখিরাত। একে বাংলায় পরকাল বলে।

আখিরাতে মানুষের বিচার হবে। যারা দুনিয়ায় কুরআন-হাদীস মেনে চলেছে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে। বেহেশতে বা জান্নাতে তাদেরকে থাকতে দেয়া হবে। সেখানে শুধু আরামই আরাম। দুনিয়ায় মানুষ এক সময় আরাম পায়, আর এক সময় কষ্ট পায়। কিন্তু বেহেশতে কোন কষ্ট পাবে না। সেখানে শুধু সুখ আর আরাম।

আর যারা দুনিয়ায় যেমন খুশি তেমনি কাজ করেছে যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলেনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। সে শাস্তির জায়গাকেই দোযখ বা জাহান্নাম বলে। সেখানে শুধু কষ্টই কষ্ট। একটু আরামও কোন সময় সেখানে পাওয়া যাবে না।

আখিরাতের এই জীবন শুরু হবে এর আর শেষ হবে না। যারা বেহেশতে যাবে তারা চিরকাল আরামই পাবে, যারা দোযখে যাবে তারা সব সময়ই কষ্ট পাবে। এরপর আর কেউ মরবে না। কোটি কোটি বছর এভাবেই চলবে।

আমরা যদি আখিরাতে আরাম পেতে চাই তাহলে কি করতে হবে? ইসলামকে শিখতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) হাশর অর্থ কি? হাশরের দিন কাকে বলে?

(২) আখিরাত বলতে কি বুঝায়?

(৩) জান্নাত বা বেহেশতে কি পুরস্কার এবং দোযখ বা জাহান্নামে কি শাস্তি পাওয়া যাবে?

www.icsbook.info

ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি পাঁচটি। কালেমা, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এ পাঁচটিকে ইসলামের বুনিয়াদ বলা হয়েছে। কোন দালান তৈরি করতে হলে পয়লা মাটির নিচে মজবুত করে ভিত গেঁড়ে নিতে হয়। এ ভিতকেই বুনিয়াদ বলে। এ বুনিয়াদের উপরই দালানের দেয়াল ও ছাদ তোলা হয়।

তেমনিভাবে ইসলামকে যদি একটা দালানের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ঐ দালানের বুনিয়াদ। বুনিয়াদ ছাড়া যেমন দালান টিকতে পারে না, তেমনি ঐ পাঁচটি জিনিস ছাড়া ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। আবার দালানের বুনিয়াদ তৈরি করে দেয়াল ও ছাদ না দিলে শুধু বুনিয়াদকেই দালান বলা যায় না। ঐ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদ মাত্র।

কালেমা তাইয়্যেবায় আল্লাহকে একমাত্র মনিব ও রাসূলকে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে চলার ওয়াদা করা হয়। এ ওয়াদা পালন করে চলতে হলে নামায-রোযা ছাড়া উপায় নেই। কারণ নামায-রোযা এমন সব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং এমন কতক ভাল জিনিস অভ্যাস করায় যা কালেমার ওয়াদা পালন করতে সাহায্য করে।

খাঁটি মুসলিম হতে হলে নামায-রোযা ঠিকভাবে আদায় করতেই হবে। যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তাদের পক্ষে কালেমার ওয়াদা পালন করতে হলে যাকাত দেয়া ও হজ্জ করা দরকার। এ কারণেই এ পাঁচটিকে ইসলামের বুনিয়াদ বলা হয়েছে। এ বুনিয়াদ যদি ঠিক হয় তাহলে জীবনের আর সব কাজই কালেমার ওয়াদা মতো করা যাবে।

আমরা যদি আমাদের কথা ও কাজের এবং চিন্তায় ও চরিত্রে কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী চলি তাহলে আমাদের জীবনের সবখানেই ইসলাম কায়েম হবে। আমার জীবনে ইসলামের সবটুকু চালু হলে বুঝা গেল যে দালান তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী জীবন লাভ হয়েছে। কালেমা, নামায ও রোযার বুনিয়াদ ছাড়া ইসলামী জীবন হতে পারে না।

www.icsbook.info

আমার মধ্যে ইসলামী জীবন গড়ে উঠল কিনা তা কেমন করে বুঝা যাবে? আল্লাহ যা পছন্দ করেন যদি আমিও তাই করি, যে সব কাজকে সবাই খারাপ বলে যদি তা থেকে আমি নিজেকে ফিরিয়ে রাখতে পারি, আমার কারণে যদি কোন মানুষ কষ্ট না পায় এবং আমি সব মানুষের উপকার করতে চেষ্টা করি তাহলে বুঝা গেল যে আমার জীবন ইসলামী হয়ে উঠেছে। এ রকম ইসলামী জীবন গড়ে তুলতে চাইলে ঐ পাঁচটি বুনিয়াদ মজবুতভাবে তৈরি করতে হবে।

কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে ইসলামের বুনিয়াদ বলায় এ কথাই বুঝা গেল যে, ইসলামের দেয়াল ও ছাদ অবশ্যই আছে। দুনিয়ায় মানুষকে যত রকম কাজ করতে হয় সবই যদি কুরআন-হাদীস মতে করা হয় তাহলেই ইসলামের দালান সবটুকু তৈরি হবে।

এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, আমাদের জীবনের কোন অংশই ইসলামের বাইরে থাকা উচিত নয়। খাওয়া, শোয়া, আয়-রোযগার, বিয়ে-শাদী, চাষ-বাস, পড়া-লেখা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কুরআন -হাদীস মতে হলেই ইসলামের দালান পুরোপুরি তৈরি হবে। কিন্তু যদি ঐ পাঁচটি বুনিয়াদ মজবুত না হয় তাহলে ইসলামের দালান খাড়া থাকতে পারবে না। ঠিক তেমনি যদি ইসলামের দালানের দেয়াল ও ছাদ না থাকে তাহলে শুধু বুনিয়াদ দিয়ে দালানের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) বুনিয়াদ কাকে বলে? ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ও কি কি?
(২) খাঁটি মুসলিম হতে হলে আমাদের কি করতে হবে?
(৩) আমাদের ইসলামী জীবন গড়ে উঠলো কিনা, কেমন করে বুঝা যায়?
(৪) ইসলামের দালান পুরোপুরি তৈরি করতে হলে আমাদের কি করতে হবে?

www.icsbook.info

কালেমা তাইয়্যেবার সারকথা

কালেমা মানে কথা। আর তাইয়্যেবা মানে পবিত্র। 'কালেমা তাইয়্যেবার' অর্থ হলো একটা পবিত্র কথা। শিশু যখন দু'একটা শব্দ বলা শুরু করে তখন তাদেরকে যারাই কোলে নেয় তারা কচি মুখের মিষ্টি ভাষায় দাদা, নানা, তাতা, বাবা, মামা, ইত্যাদি শুনতে পায়। সবাই তখন শিশুকে শুনিয়ে বারবার আল্লাহ বলতে থাকে, শুনতে শুনতে শিশুও আল্লাহ বলা শিখে।

সে যখন আরও শব্দ বলতে শিখে এবং দুধ খায়, আম্মা যাব বলতে পারে তখন তাকে কালেমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখান হয়। এভাবেই মুসলিম শিশু এ পবিত্র কথাটি শিখে ফেলে। শিশু যখন কাঁদে তখনও তাকে কোলে নিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দোল দেয়া হয়।
কালেমা তাইয়্যেবা সব মুসলমানই বলতে পারে। কিন্তু এর সঠিক অর্থ সবাই জানে না। এমনকি অনেকে শুদ্ধ করে বলতেও জানে না। ছোট বয়স থেকেই আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলতে শিখেছি। এখন এর অর্থও ভাল করে জানা দরকার।

কালেমা তাইয়্যেবার সহজ অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। এটুকু অর্থ শেখাও কঠিন নয়। কিন্তু এ কথা দ্বারা আসলে কী বুঝায় তা না জানলে এর সঠিক অর্থ বুঝা যায় না। আর এর সঠিক অর্থ না বুঝলে মুসলমানও হওয়া যায় না। ঠিকভাবে অর্থ বুঝে যখন কেউ মুখে কালেমা তাইয়্যেবা বলে তখনই সে সত্যিকার মুসলিম হয়।

'লা' মানে না। 'ইলাহ' মানে মাবুদ, মনিব বা যার হুকুম মানা উচিত। 'ইল্লা' মানে ছাড়া। তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থ মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। রাসূল অর্থ বাণী বাহক, মানে যে কোন কথা নিয়ে আসে। আল্লাহ মানুষকে যেসব কথা জানাতে চান তা যার কাছে পাঠান হয় তিনিই রাসূল। তিনি আল্লাহর কথা মানুষকে পৌছিয়ে দেন। তাই তাঁকে রাসূল বলে।

'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল' একথাটি আসলে কী বুঝায়? এর সারকথা কী? যে কালেমা তাইয়্যেবা বলে সে এর দ্বারা কী বুঝাতে চায়? আসলে এটা একটা ওয়াদা। কার কাছে এ ওয়াদা করা

www.icsbook.info

হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথেই এ ওয়াদা করা হচ্ছে এতে দুটো ওয়াদা রয়েছে।

কালেমা তাইয়্যেবার পয়লা অংশে ওয়াদা করা হচ্ছে 'হে আল্লাহ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি মাবুদ বা মনিব মানি না।' অর্থাৎ তোমাকেই আসল মনিব বা প্রভু মানি। আমি শুধু তোমারই হুকুম মেনে চলব। তুমি যাকে মানতে বল তার হুকুম মানব। কিন্তু কেউ যদি এমন কাজ করতে বলে যা তুমি অপছন্দ কর তাহলে তা আমি মানব না।

কালেমার দ্বিতীয় অংশে ওয়াদা করা হচ্ছে যে 'হে আল্লাহ তোমার রাসূল হিসেবে আমি একমাত্র মুহাম্মদ (স) -কেই মেনে চলব।' তুমি তাঁরই কাছে হুকুম পাঠিয়েছ এবং তিনি সে হুকুম পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই রাসূলের দেখানো তরিকা বা নিয়মেই তোমার হুকুম মানব। তোমার হুকুম ঠিকমতো পালন করার জন্য এ রাসূলকেই আমি মেনে চলব। তিনি আমার একমাত্র নেতা। যেসব নেতা তাঁকে মানে না তাদেরকে আমি কখনও মানব না। রাসূল আমার জীবনের সব বিষয়েই নেতা।

কালেমা তাইয়্যেবার সারকথা হলো, আসল মনিব একমাত্র আল্লাহ এবং আসল নেতা একমাত্র মুহাম্মদ (স)। আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানব না, রাসূল ছাড়া কারো তরিকা ধরব না। আল্লাহ ছাড়া প্রভু নেই, রাসূল ছাড়া নেতা নেই। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো হুকুম মানব না। রাসূলের তরিকার বিরুদ্ধে কারো তরিকা কবুল করব না।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) কালেমা তাইয়্যেবার মানে কি? কালেমার সহজ অর্থ লিখ।
(২) কালেমা তাইয়্যেবার মাধ্যমে কি কি ওয়াদা করা হয়?
(৩) কালেমা তাইয়্যেবার সারকথা কি?

www.icsbook.info

নামায রোযা কেন করি?

আল্লাহ্ পাক কুরআনে নামায রোযার হুকুম করেছেন। আরও অনেক হুকুম তিনি করেছেন। এতসব হুকুম করলেন কেন? এসব হুকুম মানলে কি তাঁর কোন লাভ হয়? নাকি দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের উপকারের জন্যই তিনি হুকুম করেছেন।

আব্বা-আম্মা আমাদেরকে কত হুকুম করেন। গোসল কর, পরিস্কার জামা পরো, পড়তে বস, এখন ঘুমাও, দুপুরে রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না, ঝগড়া করবে না, স্কুলে যাও- তাঁরা এরূপ যত হুকুম করেন সবই আমাদের ভালোর জন্য। আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ভালোর জন্য সব হুকুম করেন।

নামায-রোযা করলে আমাদের কী লাভ হয়? পয়লা লাভ হলো আল্লাহ্ খুশি থাকেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর খুশি থাকেন তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে।

দিনে পাঁচবার নামায আদায় করলে আল্লাহকে সব সময় মনে থাকে। আর আল্লাহর কথা মনে থাকলে খারাপ কাজ থেকে ফিরে থাকা সহজ হয়। নামায দ্বারা মনটা ভাল থাকে। মন ভাল থাকলে ভাল কাজ করতে মন চায় এবং খারাপ কাজ পছন্দ হয় না।

রোযা থাকলে আল্লাহর কথামতো চলার শক্তি বাড়ে। রোযা রেখে আমরা দিনের বেলা কিছুই খাই না। আমাদের কি তখন খিদে হয় না? রোযার সময় ক্ষুধার চোটে অনেক সময় মুখ দিয়ে কথা আসে না। পিপাসায় চিহ্বার তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তবুও ইফতারের সময় না হলে আমরা খাই না। খিদা ও পিপাসায় কষ্ট পেয়েও আল্লাহর হুকুম মানলাম। এত কষ্ট পেয়েও আল্লাহর হুকুম মতো চলার ফলে আমরা শিখলাম যে কষ্ট হলেও আল্লাহর যা হুকুম তা মানব। এভাবে রোযা আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করতে অভ্যাস করায়।

এভাবে নামায ও রোযা আরও যে কত রকম উপকারী শিক্ষা দেয় তা বলে শেষ করা যায় না।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিভিন্ন কাজের হুকুম করেন কেন?

(২) নামায-রোযা আদায় করলে আমাদের কি কি লাভ হয়?

(৩) রোযা আমাদের কিভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করতে অভ্যস্ত করায়?

www.icsbook.info

কাবাঘরের পরিচয়

সৌদি আরবের মক্কা শহরে কাবাঘর আছে। দুনিয়ায় সব মুসলমান ঐ কাবা ঘরের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করে। ঐ ঘরটিকে কেন্দ্র করে যে মসজিদ গড়ে উঠেছে কুরআনে তার নাম দেয়া হয়েছে মসজিদুল হারাম। এর অর্থ হলো সম্মানিত মসজিদ।

কালো রং এর গেলাফ দিয়ে ঢাকা কাবা ঘরটির চারপাশে ঐ ঘরটির দিকে মুখ করে নামায আদায় করা হয়। দুনিয়ার আর সব মজিদে যারা নামায পড়ে তাদেরকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করেই দাঁড়াতে হয়। তাই কাবা ঘর সব মুসলমানের 'কিবলা'।

মক্কা শহর বাংলাদেশের পশ্চিমে বলেই আমরা পশ্চিম দিক হয়ে নামায পড়ি। মিশর সৌদি আরবের পশ্চিম দিকে তাই সে দেশের লোক পূর্ব দিকে মুখ করে নামায পড়ে। এমনিভাবে যারা সৌদি আরবের দক্ষিণ দিকে থাকে তাদের উত্তর দিকে মুখ করতে হয়, আর যারা উত্তর দিকে বাস করে তাদের দক্ষিণমুখী হয়ে নামায পড়তে হয়।

দুনিয়ায় মক্কাই একমাত্র শহর যেখানে সবদিকে মুখ করেই নামায পড়তে হয়। ঐ শহরের মাসজিদগুলোর কোনটাতে পশ্চিম দিক হয়ে নামায পড়া হয়, আবার কোনটাতে পূর্ব দিক হয়ে, কোনটাতে উত্তর ও কোনটাতে দক্ষিণমুখী হয়ে নামায আদায় করতে হয়। কারণ কাবা ঘরের চার দিকেই শহর ছড়িয়ে আছে এবং শহরের সব মাসজিদে ক'বামুখী হয়েই নামায পড়তে হয়।

আবরাহা নামক এক রাজা এ ঘরটা ভেঙ্গে দিতে এসেছিল। আল্লাহ একদল পাখি দিয়ে রাজা ও তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন। আমপারার সূরা ফীলে সে কথা জানা যায়। এ ঘটনা রাসূল (স) -এর জন্মের মাত্র ৫০ দিন আগে ঘটেছিল।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) মসজিদুল হারাম কি?

(২) কাবাঘর সব মুসলমানের কিবলা কেন?

(৩) সব দিকে মুখ করে কোথায় নামায পড়া যায়? আল্লাহ কিভাবে আবরাহাকে ধ্বংস করেছিলেন?

www.icsbook.info

মসজিদ কার ঘর?

নামাযে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহর নামে যে তাসবীহ পড়া হয় তাকে সাধারণত 'সিজদা' বলা হয়। কুরআন পাকে একে 'সাজদা' বলা হয়েছে। সাজাদা মানে সাজদা করল। আর মসজিদ অর্থ হলো সাজদা করার জায়গা। ফরয নামায মসজিদে যেয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করাই আল্লাহর হুকুম। আর সাজদাই নামাযের সবচেয়ে বড় অংশ। তাই নামাযের জায়গাকে মসজিদ বল হয়। মসজিদ মানে সাজদার জায়গা।

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আরবিতে বলা হয় বায়তুল্লাহ। 'বায়ত' মানে ঘর। বায়তুল্লাহ অর্থ আল্লাহর ঘর। মক্কা শরীফে যে কাবাঘর আছে তাকে বলা হয় "বায়তুল্লাহিল হারাম"। এর অর্থ "আল্লাহর সম্মানিত ঘর।" কুরআন শরীফে "মসজিদুল হারাম" নামে এর পরিচয় দেয়া হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিত মসজিদ। মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলার মানে কি? মসজিদ এমন ঘর যেখানে আল্লাহর কথা মনে করার জন্যই যাওয়া উচিত। আল্লাহ যা পছন্দ করেন না এমন কথা যেন সেখানে মনে না জাগে। দিনে পাঁচবার নামাযের জন্য মসজিদে নিয়মিত গেলে সব সময় আল্লাহর কথা মনে রাখার অভ্যাস হয়। তাই মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলা হয়।

রাসূল (স) বলেছেন যে, তিনটি মসজিদ দুনিয়ার আর সব মসজিদের চেয়ে বেশি সম্মানের যোগ্য। মক্কার মসজিদুল হারাম, জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা এবং মদীনার মসজিদুন নববী। অন্যান্য মসজিদে নামায আদায় করলে যে সওয়াব হয় তার চেয়ে অনেক বেশি সওয়াব হয় ঐ তিন মসজিদের নামাযে। মক্কার মসজিদে এক লাখ গুণ, জেরুজালেমে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মদীনার মসজিদে ২৫ হাজার গুণ বেশি সওয়াব হয়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) মসজিদ অর্থ কি? মসজিদ কাকে বলে?
(২) মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলা হয় কেন?
(৩) দুনিয়ার সব মসজিদের চেয়ে বেশি সম্মানের যোগ্য মসজিদ কয়টি ও কোন কোনটি?

www.icsbook.info

আমরা মুসলিম

আমরা মুসলিম। ইসলাম শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দ তৈরি হয়েছে। ইসলাম শব্দের আসল অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামতো না চলে আল্লাহর দেয়া নিয়মে চলার চেষ্টা করা। যে এভাবে চলতে রাজি সেই মুসলিম। তাই মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী, যে নিজেকে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছে এবং আল্লাহর কথামতো চলতে চেষ্টা করেছে। এভাবে চললে দুনিয়ায়ও শান্তি পাওয়া যায় এবং আখিরাতেও বেহেশতে যাওয়া যায়। তাই ইসলাম শব্দের আর একটি অর্থ হলো শান্তি।

আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, নদী-নালা, চাঁদ-সুরুজ ও গ্রহ-তারা এবং ছোটবড় যত সৃষ্টি দুনিয়ায় আছে এরা কেউ নিজের মরযি মতো চলে না। এরাও আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলে। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরা কোন কিছুই করে না তাই এদের সবাইকে মুসলিম বলা চলে। কুরআন পাকে আল্লাহই বলেছেন যে এরা সবাই আল্লাহর কথামতোই চলে।

কিন্তু আমাদের সাথে অন্য সব সৃষ্টির তুলনা হয় না। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে তার কথা মানতে বাধ্য করেননি। আমরা সত্যও বলতে পারি, মিথ্যাও বলতে পারি। মিথ্যা বলতে আল্লাহ বাধা দেন না। ইচ্ছা হলে আমরা ভাল কাজ করি। আবার কোন সময় খারাপ কাজও করে বসি। দু'রকম পথে চলার সুযোগ দিয়েছেন বলেই আমাদের জন্য দোযখ ও বেহেশত তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা আল্লাহর কথা মানতে বাধ্য। তাই তারা বেহেশতেও যাবে না, দোযখেও যাবে না।

এর মানে হলো এই যে আল্লাহর সব সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে মুসলিম। আর মানুষ ও জিন নিজের ইচ্ছায় মুসলিমও হতে পারে, ইচ্ছা করলে কাফির হয়েও থাকতে পারে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) ইসলাম শব্দের অর্থ কি? মুসলমান কাকে বলে?

(২) মানুষের জন্য দোযখ ও বেহেশত তৈরি করা হয়েছে কেন?

www.icsbook.info

ইবাদাতের আসল মানে কি?

আরবি 'আবদ' শব্দ থেকে ইবাদাত শব্দ তৈরি হয়েছে। আবদ্ বা আবদুন মানে দাস বা গোলাম। মুসলমান নিজেকে আল্লাহর দাস মনে করে গৌরব বোধ করে। তাই আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "সবচেয়ে ভাল নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।" আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর দাস, আবদুর রহমান মানেও দয়াময় আল্লাহর দাস। আল্লাহর যত গুণবাচক নাম আছে তার সাথে 'আবদুন' শব্দ জুড়ে দিয়ে যত নাম রাখা হয় সে সব নামের অর্থই "আল্লাহর দাস"। যেমন আবদুর রহীম, আবদুল করীম, আবদুল জলীল ইত্যাদি।

'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হলো দাসত্ব। দাসের কাজ হলো মনিবের কথা মতো কাজ করা। আমাদের আসল মনিব আল্লাহ। যেসব কাজ করলে আমরা দুনিয়ায় শান্তি পাব এবং আখিরাতেও সুখে থাকতে পারব সেসব কাজ করার জন্য তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আর যেসব কাজ করলে আমাদের ক্ষতি হবে তা করতে তিনি মানা করেছেন। আল্লাহর ঐ সব আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাকেই ইবাদাত বলে।

যারা মনে করে যে শুধু নামায-রোযা করা, দান-খয়রাত করা, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং এ জাতীয় কতক কাজই ইবাদাত, তারা এর অর্থ ভালভাবে জানে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "আমি মানুষ ও জীন জাতিকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই পয়দা করেছি।

ইবাদাত অর্থ যদি শুধু নামায-রোযা ইত্যাদিই হয় তাহলে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে হাজারো রকমের ভাল কাজ করার হুকুম কিভাবে দিলেন? তাই ইবাদাতের সঠিক অর্থ হলো আল্লাহর হুকুম মতো সব কাজ করা। দুনিয়ার সব কাজই ইবাদাত যদি তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের শেখানো নিয়মে করা হয়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) ইবাদাত শব্দের অর্থ কি? ইবাদাত কাকে বলে?

(২) দুনিয়ার সব কাজ ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয় কিভাবে, আলোচনা কর।

www.icsbook.info

নামায কী শেখায়?

আল্লাহপাক দিনে পাঁচবার জামায়াতের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন। এ নামাযে আমাদেরকে অভ্যাস করানো হচ্ছে যাতে আমরা কালেমা তাইয়্যেবার ওয়াদা অনুযায়ী চলতে পারি। কালেমাতে আমরা দুটো কথার ওয়াদা করেছি। আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলব এবং সে হুকুম রাসূলের শেখানো নিয়মেই পালন করব। এ ওয়াদা মতো যাতে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সব সময় চলতে পারি তারই ট্রেনিং হলো নামায।

নামায এমন একটা কাজ যাতে মন, মগজ ও শরীরকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হয়। আল্লাহ আমার সামনে হাজির আছেন এবং তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এ কথা শুরুতেই মনে করতে হয়। আর হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা, কপাল, নাক ইত্যাদি সবই নামাযে ব্যবহার করতে হয়। এ সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করতে হয়। নামাযে কোন কাজ যদি কেউ নিজের ইচ্ছা-মতো এমনভাবে করে যা রাসূলের নিয়মের সাথে বেমিল হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ঘুম থেকে উঠবার পর দুনিয়ার কাজকর্ম শুরু করার আগে ফজরের নামাযেই অভ্যাস করান হয় যে আমাকে কিভাবে সব কাজ করতে হবে। নামাযে যেমন আমি যা খুশি তা করি না, নামাযের বাইরেও আমার ইচ্ছামতো চলবো না। আল্লাহ ও রাসূলের কথা মতোই চলব। আমার হাত, পা, চোখ, জিহ্বা, মন, মগজকে আমি সব সময়ই আল্লাহ ও রাসুলের পছন্দ মতো ব্যবহার করব। দিনে পাঁচবার নামাযকে যদি আমরা ট্রেনিং মনে করে আদায় করি তাহলে আমাদের সব কাজেই আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দ মতো করতে পারব। তাই নামায বুনিয়াদী ইবাদাত কারণ এ নামায সব কাজকেই ইবাদাত বানায়।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) নামায আমাদের কিসের ট্রেনিং দেয়? কালেমাতে আমরা কি কি ওয়াদা করেছি?

(২) নামায কিভাবে আদায় করতে হয়?

(৩) বুনিয়াদী ইবাদাত কি ও কেন?

www.icsbook.info

যাকাতের উদ্দেশ্য কি?

ইসলাম আল্লাহ পাকের তৈরি এমন এক চমৎকার বিধান যা মানুষের সব রকম প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছে। মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে যে সব জিনিস দরকার তা যাতে সবাই পায় সে বন্দোবস্ত না থাকলে সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। পেটের ভাত, পরনের কাপড়, থাকার ঘর, অসুখের চিকিৎসা ইত্যাদি বুনিয়াদী প্রয়োজন যা না হলে মানুষ বাঁচতেই পারে না।

আমরা দেখতে পাই যে কোন লোক দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার বিবি বাচ্চাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও থাকে না। যে লোকটির রোজগারে পরিবারের সব খরচ চলে তিনি মারা গেলে বা অসুখ হয়ে বিছানায় বেশিদিন পড়ে থাকলে তাদের ভাত-কাপড় কে দেবে? এরকম আরও অনেক কারনে মানুষের অভাব দেখা দেয়।

সমাজে দেখা যায় যে, কতক লোক এমন আছে যাদের খরচের চেয়ে আয় অনেক বেশি। যাদের আয় বেশি আল্লাহ পাক তাদের আয়ের একটা অংশ অভাবী লোকদের জন্য দান করার হুকুম দিয়েছেন। জরুরি খরচপত্রের পর আয়ের যে অংশ জমতে থাকে তা এক বছরে যদি যাকাত দেবার মতো বেশি হয় তাহলে ঐ জমা টাকার চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যারা ব্যবসায়ী তাদের দোকানের মালের যাকাতও ঐ নিয়মে দিতে হবে। জমির ফসলেরও যাকাত আছে। এ যাকাতের নাম হচ্ছে ওশর। ওশর অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ।

এভাবে যাদের যাকাত ও ওশর দেবার ক্ষমতা আছে তাদের মাল অভাবী লোকদেরকে দেবার নিয়ম করে দেয়া হয়েছে। যদি এ নিয়ম পালন করা হয় তাহলে ভাত-কাপড়ের অভাবে মানুষ কষ্ট পাবে না।

আল্লাহ ভিক্ষা চাওয়াকে খুব খারাপ কাজ মনে করেন। যাকাত ঠিক মতো আদায় করলে কারো আর ভিক্ষা চাইতে হবে না। যাকাত ধনীদের দয়া নয়। যাকাত ধনীদের দেনা, আর গরীবদের পাওনা।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলো কি কি?

(২) যাকাত আদায়ের নিয়ম কি?

(৩) ওশর কাকে বলে? যাকাত ও ওশরের মাধ্যমে মানুষের কি উপকার করা যেতে পারে?

www.icsbook.info

জিহাদ কাকে বলে?

যত বাধাই থাকুক তার পরওয়া না করে সব সময় ভাল কাজ করতে চেষ্টা করাকেই জিহাদ বলে। কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন। কুরআনে এর নাম দেয়া হয়েছে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ।

যা আল্লাহ পছন্দ করেন তা আমার নিজের জীবনে চালু করাই হলো জিহাদের পয়লা কাজ। এর সাথে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবকেও এ পথে চালাবার জন্য চেষ্টা করা জিহাদের পয়লা কাজ। এভাবে যা কিছু খারাপ তা সমাজ থেকে দূর করার চেষ্টা করা জিহাদের আসল কাজ।

শুধু নিজে নিজে ভাল হয়ে চললেই জিহাদের দায়িত্ব পালন করা হয় না। আমার সাথেই যারা এক স্কুলে পড়ে এবং পাড়ার যে সব ছেলের সাথে আমি খেলাধুলা করি তাদের মধ্যে যেসব দোষ আছে তা দূর করার চেষ্টা করা মুসলিম হিসেবে আমার বড় দায়িত্ব। আমি যদি এ চেষ্টা করি তাহলে তারা ভাল হোক বা না হোক আমি আরও বেশি ভাল হতে থাকব।

আমাদের বাড়িতে, পাড়ায় ও স্কুলে অনেক কিছুই আছে যা ভাল। সে সব যেন সবাই মেনে চলে সে চেষ্টা করা যেমন জিহাদ তেমনি যা কিছু খারাপ আছে তা দূর করতে চেষ্টা করাও জিহাদ।
জিহাদ হলো মুসলিম জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আমরা যদি এ দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করি তাহলে দুনিয়াতেও আমরা সুখ-শান্তি পাব, আর আখিরাতে তো জিহাদের জন্যই সব-চেয়ে বড় পুরস্কার দেয়া হবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) জিহাদ কাকে কলে? জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলতে কি বুঝায়?
(২) জিহাদের আসল কাজ কি?
(৩) মুসলিম জীবনে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কি? এ দায়িত্ব পালন করলে আমাদের কি উপকার হবে?

www.icsbook.info

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

সাহাবা আরবি ভাষার শব্দ। এর এক বচন সাহাবী। সাহাবী অর্থ সঙ্গী বা সাথী। যারা রাসূল (স) -এর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে নিজ চোখে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন তাঁরাই সাহাবা নামে পরিচিত।

মানব জাতির মধ্যে নবী ও রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের পর তাঁদের সাহাবাগণই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই সাহাবা শব্দের পর কেরাম শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেরাম মানে সম্মানিত। সাহাবায়ে কেরাম মানে সম্মানিত সাহাবাগণ। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) রাসূলগণের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর সাহাবাগণও আর সব নবীর সাহাবাগণ থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী।

কোন সাহাবীর নাম নিলে নামের শেষে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" বলতে হয়। একথার অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহপাক কুরআনেই একথা ঘোষনা করেছেন যে 'আল্লাহ' তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।'

ভাবতে অবাক লাগে যে সেকালে আরবের মানুষ অসভ্য ও বর্বর ছিল বলে ইতিহাসে লেখা আছে। অথচ তাদের মধ্যে যারাই রাসূল (স) -এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর সাথী হয়েছেন। তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ হিসেবে এত উন্নত কি করে হলেন? কোন যাদুর পরশে একটা অসভ্য সমাজের লোকেরা মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলেন?

ইসলামই ঐ যাদু যা মেনে চলার কারণে অসভ্য মানুষও সভ্য হতে পারে। রাসূল (স) নিজে ইসলাম মেনে চলেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম মনে প্রাণে রাসূল (স) কে অনুসরণ করেছেন। রাসূল (স) কে কিভাবে মেনে চলতে হবে সে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামই কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ।

প্রশ্নের জবাব দাও ?

(১) সাহাবা শব্দের অর্থ কি? সাহাবা নামে কারা পরিচিত?

(২) কোন সাহাবীর নাম নিলে নামের শেষে কি পড়তে হয়? কেন পড়তে হয়? এর অর্থ কি?

(৩) সাহাবায়ে কেরামই কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ কেন?

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ

'খোলাফা' শব্দটি আরবি খলীফা শব্দের বগুবচন। আর রাশেদীন মানে 'যারা সঠিক পথে চলেছেন।' রাসূল (স) এর পর যে চারজন সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের নেতা ছিলেন তাঁদেরকেই খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়। এ চারজন হলেন হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গণী (রা.) ও হযরত আলী মুরতাজা (রা)।

খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। যে লোক অন্য কোন লোকের পক্ষ থেকে কোন দায়িত্ব পালন করে তাকেই প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়। ঐ চারজন সাহাবীকে এজন্য খলীফা বলা হয় যে, তাঁরা রাসূল (স) এর পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আর তাঁরা রাসূল (স) এর দেখানো পথে সঠিকভাবে চলেছিলেন বলেই তাঁরা রাশেদ ছিলেন। এভাবে তাঁরা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' উপাধিতে পরিচিত।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ চারজন অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ চারজনের মধ্যেও হযরত আবু বকর (রা) সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এরপর হযরত উমার (রা), এরপর হযরত উসমান (রা), এরপর হযরত আলী (রা)।

এ চারজন মহান ব্যক্তি মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে এমন আদর্শ রেখে গেছেন যে, আর কোন জাতির ভাগ্যে এ মানের আদর্শ নেতা জুটেনি। তাই কিয়ামত পর্যন্ত এ চারজন নেতা, বিশেষ করে প্রথম দু'জন খলীফা মানব জাতির জন্য চির আদর্শ হয়ে থাকবেন।

'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে এ চারজন সাহাবী পরিচিত হলেও তাঁদের উপাধি ছিল আমিরুল মুমিনীন। এর অর্থ হলো মুসলিমদের নেতা। আমীর অর্থ আদেশ দাতা বা হুকুমকর্তা। ইসলামী দেশের পরিচালকের পদবীই হলো আমিরুল মুমিনীন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে কি বুঝ? খোলাফায়ে রাশেদীন এর নাম লিখ।

(২) ইসলামী দেশের পরিচালকদের পদবী কি এবং এর অর্থ কি?

www.icsbook.info

জাহেলিয়াত কাকে বলে?

জাহেলিয়াত অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞানতা বা অজ্ঞতা। ইসলামী পরিভাষায় জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ ইসলামই শুদ্ধ জ্ঞান দান করে। আল্লাহ তায়ালাই সব বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি রাসূলের (স) কাছে যে জ্ঞান পাঠিয়েছেন তাতে কোন ভুল থাকতে পারে না। তাই ইসলামই সঠিক জ্ঞান দেয়।

মানুষ যত জ্ঞান চর্চা করে বা যত বিদ্যা শিক্ষা করে তার কিছু অংশ শুদ্ধ হতে পারে, আবার তাতে ভুলও থাকতে পারে। তাই কোনটা শুদ্ধ, আর কোনটা ভুল তা বুঝতে হলে ইসলামের জ্ঞান দিয়েই তা বিচার করতে হবে। যে জ্ঞান কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে তা ই শুদ্ধ মনে করতে হবে। যা ইসলামের বিপরীত নয় তা শুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যা কুরআন ও হাদীসের বিপরীত তা অবশ্যই ভুল। আর যা ভুল তাকে জ্ঞান বলা যায় না। এ জাতীয় ভুল জ্ঞানকেই জাহেলিয়াত বলা হয়। এর মানে হলো এ সব জ্ঞান আসলেই অজ্ঞানতা।

আমাদের দেশেও জ্ঞানের নামে বহু মূর্খতা চালু আছে। মজার ব্যাপার হলো, ঐ সব জাহেলিয়াত যা ইসলামের বিপরীত তা দেশের কতক উচ্চ শিক্ষিত লোকই প্রচার করে বেড়ায়। যেমন তারা বলে যে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা। তাদের মতে আইন-কানুন মানুষই তৈরী করবে। আইনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কুরআন বলে যে আল্লাহই আইন দাতা। তাদের ঐ ভুল মতবাদের নাম হলো "ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ।" রাসূল (স) এর সময় মক্কায় এক নেতা এ মত প্রচার করতো। তাই তার নাম দেয়া হয়েছে আবু জেহল বা অজ্ঞতার বাবা।

তাদের আরো একটি ভুল মতবাদের নাম হলো সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম। তাদের মত হলো যে জমি-জমা, কারখানা, ব্যবসা ইত্যাদির মালিক কোন মানুষ হতে পারে না। সরকারই এ সবের মালিক। অথচ কুরআন মানুষকে সম্পত্তির মালিকানা দিয়েছে এবং আল্লাহর আইন মতো ধন-সম্পদ ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) জাহেলিয়াত শব্দের অর্থ কি? জাহেলিয়াত বলতে কি বুঝায়?

(২) আবু জেহেল বা অজ্ঞতার বাবা কে? তাকে এ নামে ডাকা হয় কেন?

(৩) আমাদের দেশে জ্ঞানের নামে যে মূর্খতা চালু আছে সে সম্পর্কে আলোচন কর?

www.icsbook.info

দুনিয়াটা কেমন জায়গা

আমরা যে দুনিয়াটায় বাস করি এর অনেক কিছুই আমাদের খুব ভাল লাগে। নীল আকাশ, আলোকময় সূর্য, হাসি-মুখী চাঁদ, সুগন্ধি, রং-বেরংয়ের ফুল, মজার ফলমূল, হাজার রকমের খাবার, আম্মার আদর যত্ন, আব্বার স্নেহ-মমতা, ছোট ভাই-বোনদের হাসিখুশি সবই আমাদের আনন্দ দান করে।

কিন্তু এ মজার দুনিয়ায় কি চিরদিন থাকার উপায় আছে? একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে যেতেই হবে। তাই মরণের পর যাতে সুখে থাকা যায় সে কথা খেয়াল করেই দুনিয়ায় কাজ করতে হবে।

দুনিয়ায় কি শুধু মজার জিনিসই আছে? এখানে হাজার রকমের দঃখ-কষ্ট, শোক-বেদনা, আপদ-বিপদ, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং অভাব অনটনও তো আছে। তাই এখানে চিরদিন থাকাও সুখের নয়। দুনিয়ায় সুখ ও দঃখ এক সাথেই মিশে আছে। কিন্তু আখিরাতে সুখ আলাদা আর দুঃখ আলাদা। বেহেশতে শুধু আরামই আরাম, আর দোযখে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। ওখানে সুখ ও দুঃখ এক সাথে আসবে না।

তাই আখিরাতকে ভুলে শুধু দুনিয়ার সুখ চিন্তা করা বোকামী। দুনিয়াকে ভাল করে চিনতে হবে। তবেই আমরা ঠিকমতো এখানে চলতে পারব। আল্লাহর রাসূল (স) কত সুন্দর ভাষায় দুনিয়ার সঠিক পরিচয় দিয়েছেন। রাসূল (স) বলেছেন "দুনিয়া আখিরাতের চাষের জমি।" চাষী জমিতে কাজ করে বলেই ফসল পায় ও বাড়িতে আরামে খায়। তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় ঠিক মতো কাজ করে আখিরাতের বাড়িতে তারাই এর ফসল পাবে।

রাসূল (স) আরও বলেছেন দুনিয়াটা তাদেরই বাড়ি যাদের বাড়ি নেই। অর্থাৎ যারা আখিরাতের চিরস্থায়ী বাড়ি আশা করে না তারা দুনিয়াকেই তাদের বাড়ি মনে করে। যারা দুনিয়াকেই আসল বাড়ি মনে করে আখিরাতে তাদের কোন বাড়ি হবে না।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) দুনিয়ার কোন কোন জিনিস আমাদের আনন্দ দান করে?

(২) রাসূল (স) বলেছেন 'দুনিয়া আখিরাতের চাষের জমি'- আলোচনা কর।

www.icsbook.info

ইসলামী সংগঠন

ইসলাম চায় যে মুসলমানরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকুক। এক আল্লাহ এক রাসূল, এক কিতাব, এক কিবলা মেনে যারা চলে তাদের মধ্যে একতা থাকারই কথা। আমাদের মধ্যে একতার অভাব আছে। একতার অভাব দূর করার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে এক সাথে মাসজিদে নামায পড়তে বলেছেন এবং একই সময় রোযা রাখতে হুকুম দিয়েছেন।

শুধু নামায আদায় করার সময় একতা হলেই চলে না। নামায শেষ হবার পরও যাতে একতা চালু থাকে সেজন্য সংগঠন দরকার। যারা একটা সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের মধ্যেই একতা স্থায়ী হয়।

এক সাথে এক ইমামের পেছনে যখন নামায আদায় করা হয় তখন এটাকে নামাযের জামায়াত বলা হয়। জামায়াত শব্দটি আরবি। এরই বাংলা হলো সংগঠন। নামায শেষ হলেই নামাযের জামায়াতও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূল (স) মুসলমানদেরকে সব সময় জামায়াত বদ্ধ হয়ে থাকার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন। তাই নামাযের বাইরেও আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

যে কোন বড় কাজ একা করা যায় না। এমন কি খেলাধুলা করতে হলেও কতক লোককে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। মুসলমান হিসেবে দুনিয়ায় চলতে হলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে, ইসলামের কথা মতো চলতে হতে। আমাদের সমাজে ইসলামের নিয়ম-কানুন চালু নেই বলে ইসলামকে জানা এবং মানা খুবই মুশকিল। তাই ইসলামকে জানার জন্য এবং কুরআন-হাদিসকে মেনে চলার জন্য যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। যদি কতক লোক এক সাথে এ বিষয়ে চেষ্টা করে তাহলে তাদের পক্ষে এ কাজ সহজ হবে।

মানুষ একা থাকা পছন্দ করে না। এটাই তার স্বভাব। শিশু ঘুম থেকে জেগে যদি দেখে যে ঘরে আর কেউ নেই, তখনি সে কান্না জুড়ে দেয়। ছোট ছেলেমেয়েরাও খেলার সাথী ছাড়া থাকতে চায় না। পাড়ার সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করা অভ্যাসে পরিণত হয়। এর ফলে এমন

www.icsbook.info

সব ছেলেমেয়েদের সাথেও মিশতে হয় যাদের স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। তাই ভাল ছেলেদের সাথেই মেলামেশা করা উচিত। মেয়েদেরও উচিত ভাল মেয়েদের সাথে মেশা। কিন্তু ভাল ছেলেমেয়ে পাওয়া সহজ নয়। বাড়ির আশেপাশে ভাল ছেলেমেয়ে কমই পাওয়া যায়।

তাই যে স্কুল ছেলে-মেয়েদেরকে ভাল বানাবার চেষ্টা করা হয় সে স্কুলে পড়া উচিত। তাহলে লেখাপড়ার সাথে সাথে ইসলামী আদবকায়দা ও সুন্দর স্বভাবচরিত্র গড়ে উঠবে।

স্কুলও একটি সংগঠন। যেখানে সবাইকে একসাথে শারীরিক ব্যায়াম শেখানো হয় এবং আরও অনেক কিছু একসাথে করানো হয়। ইসলামী আদব-কায়দা শেখার সুযোগ সব স্কুলে পাওয়া যায় না। তাই মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবার জন্য এমন স্কুলেই পড়া উচিত যেখানে এ সুযোগ আছে।

তোমরা অল্প সময় স্কুলে থাক। বাড়িতেই বেশি সময় থাকতে হয়। তখন পাড়ার ছেলেদের সাথে মেলামেশা করতে হয়। তোমরা স্কুলে যে সব ভাল কথা, সুন্দর গান, ইসলামী আদব-কায়দা, খেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা কর সে সব পাড়ার ছেলেদেরকে শেখাবার জন্য যদি চেষ্টা কর তাহলে তারাও ভাল হয়ে গড়ে উঠবে। এভাবে পাড়ার ছেলেদের মধ্যেই একটা সংগঠন গড়ে উঠবে। এভাবে মেয়েরাও পাড়ার মেয়েদেরকে শেখাতে পারে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) 'আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে একসাথে মাসজিদে নামায পড়তে এবং একই সময় রোযা রাখতে হুকুম দিয়েছেন কেন?

(২) জামায়াত শব্দের অর্থ কি? নামাযের বাইরেও আমাদের সংঘবদ্ধ থাকতে হবে কেন?

(৩) আমাদের কোন ধরনের স্কুলে পড়া উচিত?

(৪) পাড়ায় একটা সংগঠন কিভাবে গড়ে উঠে?

www.icsbook.info

হজ্জের সারমর্ম কি?

হজ্জ শব্দের অর্থ দেখা বা যিয়ারত করা। মক্কা শরীফে কা'বা ঘর যিয়ারত করাকেই হজ্জ বলা হয়। অবশ্য কা'বা ঘর দেখাই হজ্জের একমাত্র কাজ নয়। আরো কয়েকটি কাজ হজ্জের সময় করতে হয়। এ মধ্যে 'আরাফা' নামক বিরাট এক ময়দানে যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে হাযির হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও কান্নাকাটি করা হলো সবচেয়ে বড় কাজ।

যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তারাই দুনিয়ার মজা নিয়ে মগ্ন থাকে। বেশি টাকা যাদের তারা বড় বড় গুনাহের কাজ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই আল্লাহ তাদেরকে টাকা-পয়সা খরচ করে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার হুকুম দিয়েছেন। যাতে তাদের মন থেকে দুনিয়ার ভালবাসা কমে যায় এবং আল্লাহর ভালবাসা বেড়ে যায়।

হজ্জের সময় হাজীদেরকে কোন জাঁকজমকের পোশাক পরতে দেয়া হয় না। এমনকি সেলাই করা কাপড় পরাও নিষেধ। মানুষ মারা গেলে যেমন বিনা সেলাইয়ে কয়েক টুকরা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয় তেমনি হাজীকে মাত্র দুটুকরা সেলাই ছাড়া কাপড় পড়তে বলা হয়েছে। এক টুকরা লুঙ্গির মতো করে পরা হয়, আর এক টুকরা চাঁদরের মতো গায়ে জড়ান হয়। মাথা খালি থাকে। দুনিয়ার সানশওকত ও সাজসজ্জা ফেলে দিয়ে মরণের পরপারে কী গতি হবে সে ধান্দা নিয়েই হজ্জের সব কাজ সমাধা করতে হয়।

হজ্জ্ উপলক্ষে যারা যান তারা মদিনা শরীফে রাসূল (স) এর কবর শরীফও দেখতে যান এবং সেখানে রাসূল (স) এর হাতে তৈরি মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। ঐ মসজিদের মধ্যে রাসূল (স) এর কবর ও মসজিদের মিম্বারের মাঝখানের জায়গায় বেশি করে দোয়া করা হয়। জায়গাটাকে বেহেশতের একটি বাগান বলা হয়। আরবিতে বলা হয় 'রাওয়া।'

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) হজ্জ শব্দের অর্থ কি? হজ্জ কাকে বলে?

(২) কি চিন্তা নিয়ে হজ্জের সব কাজ আদায় করতে হয়?

(৩) হজ্জ উপলক্ষে যারা মদিনা শরীফে যান তাঁরা কি কি কাজ করেন?

www.icsbook.info

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন

ইকামাত মানে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা। ইকামাতে দ্বীন মানে দ্বীন ইসলামকে কায়েম করা। আর আন্দোলন অর্থ চেষ্টা করা। তাহলে "ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন" কথাটির অর্থ হলো, ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টা। এ চেষ্টা করাকেই কুরআনে বলা হয়েছে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ।

রাসূল (স) এ কাজই করে গেছেন। এ কাজের জন্যই রাসূল (স) কে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ যা পছন্দ করেন সমাজে তা চালু করার চেষ্টা এবং যা তিনি অপছন্দ করেন তা সমাজ থেকে দূর করার চেষ্টাই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।

যখন কোন দেশে মানুষ আল্লাহর ও রাসূলের কথামতো চলে তখনি বুঝা গেল যে সে দেশে ইসলাম কায়েম হয়েছে। আমাদের দেশে ইসলাম কায়েম নেই। এখানে ইসলামকে চালু করতে হলে এর জন্য ভালভাবে চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টা একা একা করা যায় না। এর জন্য ইসলামী সংগঠন দরকার।

যারা ইসলামকে ভালবাসে তারা আল্লাহকে খুশি করতে চায়। আর আল্লাহ তাদের উপরই খুশি হন যারা তাঁর দ্বীন ইসলামকে সমাজে কায়েমের চেষ্টা করে। এ চেষ্টা করার জন্যই সংগঠনে যোগ দেয়া দরকার।

আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয, যেমন নামায আদায় করা ফরয। নামাযের জন্য যেমন অযু ফরয তেমনি ইকামাতে দ্বীনের জন্য ইসলামী সংগঠন ফরয। ফরয অর্থ হলো আল্লাহর হুকুম, যা মানা কর্তব্য।

আমরা যদি দুনিয়ায় মুসলিম হিসেবে চলতে চাই এবং আখিরাতে বেহেশত পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হতে হবে এবং এর জন্য ইসলামী সংগঠনে যোগদান করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর তাওফীক দান করুন, আমীন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) ইকামাতে দ্বীন অর্থ কি? এ চেষ্টাকে কুরআনে কি বলা হয়েছে?

(২) আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

(৩) ইসলামী সংগঠন দরকার কেন?

www.icsbook.info

পিতা-মাতার কথামতো কেন চলবো?

দুনিয়ায় আমরা কত মানুষ দেখি। বাড়িতে আব্বা-আম্মা ছাড়া আরও অনেক মানুষ আছে। সব মানুষের মধ্যে কে আমাদেরকে বেশি আদর করে? কে কষ্ট করেও আমাদের আরাম দেয়? নিজেরা না খেয়েও কে আমাদেরকে খেতে দেয়? অসুস্থ হলে কে বেশি যত্ন করে? ব্যথা পেলে কে সবার আগে দৌড়ে আসে?

আমরা সবাই জানি যে, এসব অবস্থায়ই আম্মা সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেন। এরপর আব্বা তারপর সব মরুব্বিরা। যে পিতা-মাতা আমাদেরকে এত আদর করেন তাদেরকে যত খুশি রাখা যায় ততই আমরা আরও বেশি আদর পাবো। কী করলে তাদেরকে খুশি করা যায়? তাদের কথা মতো চললেই তারা খুশি থাকেন। তবে তো দেখছি আব্বা-আম্মার কথামতো না চলা একেবারেই বোকামী। তাদের কথা না শুনলে ক্ষতিই ক্ষতি, আর শুনলে লাভই লাভ।

আমরা ছোট ভাই-বোনদেরকে কত হুকুম করি। যদি কোন সময় আমাদের কথা না শুনে তাহলে বড় রাগ হয়, ধরে মারতে ইচ্ছা হয়। অনেক সময় মেরেই দেই। আব্বা-আম্মার কথা না শুনলে তারাও তো নিশ্চয়ই আমাদের উপর রাগ করেন। তাহলে তো আব্বা-আম্মা যাতে রাগ না করেন সেদিকে খুব বেশি খেয়াল রাখা দরকার । তারা খুশি থাকলে আল্লাহও নাকি আমাদের উপর খুশি থাকেন। এ কথা খুব মনে রাখা দরকার।

আচ্ছা, আমাদের যখন জ্বর হয়, যখন বিছানায় পড়ে থাকি, তখন কাদের কথা বেশি মনে হয়? সে সময় আব্বা-আম্মা বিছানার কাছে আসলে মনটা এত ভাল লাগে কেন? তাহলে বুঝা গেল যে আমরাও আব্বা-আম্মাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) পিতা-মাতা আমাদের জন্য কি করেন?

(২) আব্বা-আম্মার কথামতো কেন চলতে হবে?

(৩) আব্বা-আম্মা সম্পর্কে কোন কথা বেশি খেয়াল রাখা দরকার?

www.icsbook.info

শিক্ষককে কেন মানবো?

আমি যখন কুরআন শরীফ পড়তে শিখিনি তখন কে আমাকে কুরআন শিখালেন? কুরআন আল্লাহর কিতাব। যিনি আমাকে আল্লাহর কিতাব শিখালেন তিনি আমার কত বড় উপকার করেছেন? যারা কুরআন মজিদ পড়তে পারে না তারা কী বোকা ও মূর্খ। আমি কিন্তু তেমন মূর্খ নই কারণ আমি কুরআন পড়তে পারি। যে হুজুর আমাকে এত কষ্ট করে কুরআন পড়ালেন তাদেরকে আমি কী দিয়ে খুশি করব, তা-ই ভেবে পাই না।

বাড়িতে ও স্কুলে যে সব স্যার এত রকম বই পড়ান তারা আমার কত উপকার করেন! আমি এখন চিঠি লিখতে পারি। কোথাও থেকে চিঠি এলে পড়তে পারি। পত্রিকায় কি লেখা আছে তাও পড়তে জানি। কোথাও গেলে দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে পারি। যদি পড়তে না জানতাম তাহলে কী বোকাই হতাম! এ পড়া কে শিখাল? যাদের চেষ্টায় এত কিছু পড়তে জানি তারাই তো শিক্ষক। তারা তো আব্বাও নয়, চাচা ও মামাও নয়। তবুও তারা এত কষ্ট করেছেন। তাহলে আব্বা, চাচা ও মামাদের চেয়ে তাদেরকে বেশি সম্মান করা দরকার। তাদের কথা খুব মন দিয়ে শুনব। তারা না হলে তো আমাকে একদম মূর্খই থাকতে হতো!

তাদেরকে দেখলেই হাসিমুখে সালাম করব। তারা যা হুকুম করেন তা পালন করব। কোন সময় তাদের সাথে বেয়াদবী করব না । ধমক দিলেও মনে মনে রাগ হব না। কারণ তারা আমার ভালোর জন্যই ধমক দেন।

যখন আমি আরও বড় হয়ে স্কুলে পাস করব তখনও শিক্ষকদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা করতে যাব। তারা দেখলে কত খুশি হবেন। যখন তাদের সাথে দেখা হয় তখনই সম্মান করব, যেমন আব্বাকে সম্মান করি, কারণ শিক্ষকগণও আমাকে আব্বার মতোই আদর করেন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আমাকে কে কুরআন শিখালেন? তাকে কি দিয়ে খুশি করবো?
(২) শিক্ষক কে? তাঁকে কেমন সম্মান করা দরকার?
(৩) শিক্ষকদেরকে সম্মান করা যাবে কিভাবে?

www.icsbook.info

ভাই-বোনদের ভালবাসা

ফৌজিয়া, ফায়সাল, ছালেহা ও নোমান আমাদের বাড়ির মধ্যে সবার ছোট। ওদেরকে এত আদর লাগে কেন? ওদের দুষ্টুমীও দেখতে ভাল লাগে। ওরা রাগ করে মারতে আসলেও আমি ওদেরকে মারতে পারি না। আমাকে 'বান্দর' বলে গালি দিলেও আদর করে কোলে নিতে যাই। নিজের খাবার জিনিসও ওদেরকে দিয়ে দেই।ওদেরকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে কত আদর করি। ওদের জন্য কেন এত আদর লাগে?

এদের চেয়ে যারা একটু বড় ওরা একটু দুষ্টুমী করলে আমি রেগে মারতে যাই। এরা একটু ভেংচি দিলে দাড়াম করে কিল বসিয়ে দেই। অথচ খুব ছোট ভাই-বোনেরা এরূপ করলে আরও খুশি হয়ে আম্মাকে ডেকে দেখাই।

ছোট ভাই-বোনকে আদর করতে ভাল লাগে। এ আদরকেই বুঝি ভালবাসা বলে। ভালবাসাতে কত মজা ও আনন্দ। কিন্তু রাগ করতে তো কোন আরাম লাগে না। তবে কেন রাগ করি? তাহলে যারা একটু বড় তাদেরকেও ভালই বাসব। তারা দুষ্টুমী করলে আদর করে বুঝিয়ে দেব, তাদেরকে মারব না। আমাদেরকে কেউ মারলে আমার কাছে যেমন খারপ রাগে, আমি কাউকে মারলেও তো ওর কাছে তেমনি খারাপ লাগবে।

রাগ না করে শুধু আদর দিয়ে আমার সব ভাই- বোনদেরকে শাসন করব। কত মারলাম, মেরে তো কোন লাভ হয়নি। আজ থেকে তাদেরকে ভালবাসা ও আদর দিয়ে আমার কথা শুনাব। আমার ভাই-বোনদের আমি যদি মারি তবে আদর করবে কে? এদ্দিন যত মেরেছি এখন আদর করে তা শোধ করব। তাহলে ওরাও আমাকে ভালবাসবে এবং আব্বা-আম্মাও আমাকে আরও বেশি আদর করবেন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) ছোটদের সাথে আমাদের ব্যবহার কেমন হওয়া দরকার?

(২) কি কাজ করলে আব্বা-আম্মা আমাকে আরও বেশি আদর করবেন?

(৩) আমরা ভাই-বোনদেরকে কিভাবে শাসন করবো?

www.icsbook.info

আমি দুষ্টু হতে চাই না

দুষ্টু ছেলে কাকে বলে? যে ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, খারাপ কথা বলে, মারামারি বাধায, একে খোঁচা দেয়, ওকে চিমটি কাটে, বাপ-মায়ের কথা শুনে না, শিক্ষকের সাথে বেয়াদবী করে, বিড়ি-সিগারেট খায়, ক্লাসে পড়া পারে না, পরীক্ষায় ফেল করে এ ধরনের ছেলেকেই দুষ্টু ছেলে বলে।

আমাকে কেউ দুষ্টু ছেলে বললে খুব খারাপ লাগে। যদি কেউ আমাকে ভাল ছেলে বলে তাহলে মনটা খুশিতে ভরে উঠে। আমি যদি দুষ্টু হই তবে কে আমাকে ভাল বলবে? আর যদি ভাল হই তাহলে কেউ আমাকে দুষ্টু বলবে না। তাহলে আমি এমনভাবে চলব যাতে সবাই আমাকে ভাল বলে। কেউ যাতে দুষ্টু না বলে।

তুমিও যদি দুষ্টু বলে পরিচিত হতে না চাও তাহলে দুষ্টু ছেলের সাথে কখনও মিশবে না। দুষ্টু ছেলের যে সব দোষ আছে তাদের সাথে মিশলে তোমার মধ্যেও আস্তে আস্তে সে সব দোষ দেখা দেবে। তাই সব সময়ই ভাল ছেলেদের সাথেই মিশবে।

দুষ্টু ছেলেদের মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি খুব আছে। ওরা নানা রকম মজার কথা, মজার খেলা ও তামাশা দিয়ে অন্য ছেলেদেরকে সাথে নেয়। এভাবে সাথে যেতে যেতে কোন সময় তাদের সাথে খারাপ কাজও করে বসে।

দুষ্টু ছেলের সাথে মিশলে লেখাপড়া খারাপ হয়, পরীক্ষার ফলও ভাল হয় না। আর পরীক্ষায় ভাল করতে না পারলে সারা জীবনই কষ্ট হয়। তাই কোন সময়ই দুষ্টুদের সাথে মিশা ঠিক নয়।

দুষ্টু ছেলেদেরকে সবাই মন্দ বলে। তাদের বাপ-মাও তাদেরকে কেবল ধমকাতে থাকে । আমাকে সবাই ভাল বলুক এটা আমি চাই। সবাই আমাকে আদর করবে এটাই আমার আশা। তাই আমি দুষ্টু হতে চাই না। দুষ্টের সাথে আমি কখনও মিশব না।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) দুষ্টু ছেলে কাকে বলে?

(২) দুষ্টু ছেলে হিসেবে পরিচিত হতে না চাইলে কি কি করতে হবে?

(৩) দুষ্টু ছেলের সাথে মিশলে কি কি ক্ষতি হয়?

www.icsbook.info

ভালো মানুষ কে?

সবাই ভালো মানুষের প্রশংসা করে। যাকে ভালো মানুষ বলে মনে করা হয় তাকে সবাই শ্রদ্ধাও করে । কেউ তাকে মন্দ বলে না।
ভালো মানুষের পরিচয় কি? যে সব সময় সত্য কথা বলে, কখনো মিথ্যা কথা বলেনা; যে কাউকে ঠকায় না, কারো ক্ষতি করে না, ওয়াদা খেলাফ করে না, কথা দিলে কথা রাখে, যে আপদে-বিপদে অন্যকে সাহায্য করে, হাসিমুখে কথা বলে, মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, সুপরামর্শ দেয় এমন লোককে সবাই ভালো মানুষ মনে করে।

সমাজে এমন ভালো মানুষ এত কম কেন? বেশি লোকই এমন ভালো নয় কেন? সবাই যদি ভালো মানুষ হয় তাহলে সমাজে সবাই সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে। ভালো মানুষের অভাবের কারণেই সমাজে এত অশান্তি দেখা যায়। চুরির ভয়ে সবাই অস্থির। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া-মারামারি লেগে যায়। কথায় কথায় গালাগালি শুরু হয়ে যায়।

আমরা যদি সবাই শান্তিতে থাকতে চাই তাহলে জানতে হবে যে, কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়। এমনি এমনিতেই মানুষ ভাল হয়ে যায় না। এর জন্য চেষ্টা করতে হয়।

আমাদের শরীরটা কিন্তু আসল মানুষ নয়। এটা অন্য সব পশুর মতোই একটা পশু। কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ, তা কোনো পশুই বুঝতে পারে না। আমাদের আদরের গাভীটা ছুটে গিয়ে আমার প্রিয় বাগানে ঢুকলে সে সাজানো বাগানটা আমার সামনেই নষ্ট করে ফেলবে। কারণ, সে বোঝে না যে, এ কাজটা খারাপ। কিন্তু আমার বাড়ির কাজের ছেলেটা যদি আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করতে চায় তাহলে আমার সামনে তা করবে না। কারণ সে জানে, এ কাজটা মন্দ। এতে প্রমাণিত হলো, পশু ভালো -মন্দ বোঝে না; কিন্তু মানুষ বোঝে।

যে মানুষটি বোঝে, সে কিন্তু শরীর নয়। বাংলায় একে আমরা বিবেক বলি। কুরআনে এরই নাম রূহ। কুরআনে বলা হয়েছে, সব মানুষকে (রূহ) একসাথে সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমি কি তোমাদের রব নই?

www.icsbook.info

সবাই বলেছে, 'অবশ্যই তুমি আমাদের রব, আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলাম।

এ থেকে প্রমানিত হলো, সব রূহ বহু আগে একসাথে সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু দুনিয়ায় একসাথে পাঠানো হয়নি। যাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় তার শরীর মায়ের পেটে তৈরি করা হয়। চার মাস পর ঐ দেহে রূহকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এ রূহই হলো আসল মানুষ। দেহ একটা হাতিয়ার মাত্র, যা মানুষকে দেয়া হয়েছে।

মানুষ যে কাজই করে, এ হাতিয়ার দিয়েই করে। সত্য কথা যে মুখ দিয়ে বলে মিথ্যা কথাও ঐ মুখেই বলে। যে হাত দিয়ে ভালো কাজ করে, সে হাতেই মন্দ কাজ করে।

আমার হাত একটা হাতিয়ার মাত্র। সে নিজে নিজেই কাজ করে না। আমি যা করতে বলি, সে তা-ই করে। আমি মানে রূহ।

আমরা সবাই এ কথা জানি যে, যখন কোন ভালো কাজ করা হয় তখন বিবেকের কাছে ভালো লাগে। যখন কোন খারাপ কাজ করা হয় তখন মনে খারাপ লাগে বা বিবেক দংশন করে।

এ বিবেকশক্তি অন্য কোন পশুর নেই। তাই মানুষের দেহটা পশু হলেও, মানুষ পশু নয়।

মানুষ কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ তা বোঝে। তবু সে খারাপ কাজ কেন করে, এ কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে।

যখন খিদে লাগে তখন দেহটা খাবার চায়। আমি তাকে তখন খেতে দিই। আমি যখন রোযা রাখি তখন সে খাবার চাইলেও দিনের বেলা তাকে খেতে দিই না। তখন দেহের দাবি আমি মানি না। এতে প্রমাণিত হয়, রোযা দ্বারা রূহের শক্তি বাড়ে এবং দেহের দাবি অগ্রাহ্য করা সহজ হয়। রূহ দুর্বল হলে দেহের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

তাহলে বোঝা গেল, রূহ আর দেহের মধ্যে লড়াই চলে। রূহ দুর্বল হলে দেহ যখন যা চায়, তা-ই দিতে বাধ্য হয়। রূহ সবল হলে দেহের মন্দ দাবি

www.icsbook.info

পূরণ করতে বাধ্য হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা রূহ বা বিবেককে সবল করার জন্য আল্লাহ , রাসূল (স) ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে নামায ও রোযা আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।

তাহলে দেখা গেল, যার বিবেক সবল সেই ভালো মানুষ। যে দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করার শক্তি রাখে, যে বিবেকের দাবি মেনে চলে, বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না, সেই সত্যিকার ভালো মানুষ। ভালো মানুষ হতে হলে বিবেকের কথামতো চলতে হবে। বিবেক যে কাজকে মন্দ বলে, দেহ দাবি করলেও তা অমান্য করতে হবে।

আমাকে যখন কেউ ভালো বলে প্রশংসা করে তখন আমার মনে কত ভালো লাগে। কেউ যদি আমাকে মন্দ বলে তাহলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। তাই আমাকে সব সময়ই যা ভালো তাই করতে হবে এবং যা মন্দ তা করব না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি পশু হতে চাই না। আল্লাহ আমাকে মানুষ বানিয়েছেন । দেহের মন্দ দাবি মেনে আমি পশু হব কেন?

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আসল মানুষ কোনটি?
(২) ভালো মানুষের পরিচয় কি?
(৩) মানুষ ও পশুর মধ্যে আসল পার্থক্য কি?
(৪) ভাল মানুষের অভাবে সমাজের কি ক্ষতি হয়?

www.icsbook.info

আমি বেহেশতে যেতে চাই

বেহেশত ফারসী শব্দ। এর আরবি হলো জান্নাত। জান্নাত অর্থ বাগান। বেহেশত ফল ও ফুলের গাছ এবং দুধ ও মধুর ঝরণায় সাজানো এমন সুন্দর বাগান যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বেহেশতে কেমন দামি দালান কোঠা হবে, বিছানা-পত্র কত আরামের হবে এবং সুখ-শান্তির কত রকম ব্যবস্থা থাকবে এর অনেক বিবরণও হাদীসে আছে।

বেহেশতের আসল জিনিসই হলো সুখ, শান্তি ও আরাম। সেখানে কোন রকম দুঃখ, কষ্ট ও অভাব থাকবে না। যা ইচ্ছা হয় তাই সেখানে পাওয়া যাবে। না চাইতেই সবকিছু সামনে হাজির পাবে। আর দোযখ বা জাহান্নাম এর বিপরীত। দোযখ শুধু দুঃখ আর কষ্ট। সুখের গন্ধও সেখানে নেই।

বেহেশতে যে কত সুখ তা দুনিয়ায় থাকাকালে আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। যেমন মায়ের পেটে থাকাকালে এ সুন্দর দুনিয়ার কথা বুঝা যায় না, তেমনি এ দুনিয়ায় থেকে বেহেশতের সঠিক ধারণা করা যায় না। তবু সুখ-শান্তি যতটুকু মানুষের বুঝে আসে তা যে পুরোপুরি সেখানে পাওয়া যাবে সেটা অনুমান করা সহজ।

দুনিয়ায় কি কেউ দুঃখ-কষ্ট পেতে চায়? সবাই কি সুখ শান্তির জন্য চেষ্টা করে না? এমন বোকা কি কেউ আছে সে সুখ চায় না? ইচ্ছে করে কি কেউ দুঃখ পেতে চায়? তাহলে সবাই বেহেশতে যেতে চায় কেন? বেহেশতে যেতে হলে দুনিয়ায় যেভাবে চলা দরকার মানুষ সেভাবে কেন চলে না? এটা কত বড় বোকামী।

আমি কিন্তু দোজখে যেতে চাই না। আমি চাই সুখের বেহেশত। আল্লাহ বলেছেন যে, যারা ইসলামকে ঠিকমতো মেনে চলবে তাদেরকেই বেহেশতে নেয়া হবে। আমি বেহেশতে যেতে চাই, তাই আমাকে খাঁটি মুসলিম হতেই হবে। হে আল্লাহ। আমাকে সত্যিকার মুসলিম বানাও।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) বেহেশত বলতে কি বুঝায়? বেহেশত কেমন হবে?
(২) বেহেশতে কেমন ধরনের সুখ পাওয়া যাবে?
(৩) আমি বেহেশতে যেতে চাই কেন এবং কিভাবে?

www.icsbook.info

আমাকে রুটিন মেনে চলতে হবে

ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই জানে যে স্কুলে ও মাদরাসা থেকে তাদের পড়াশুনা ও পরীক্ষার রুটিন নিতে হয়। কোন্ দিন কোন্ ঘন্টায় কোন বিষয়টা পড়ানো হবে, কোন দিন কোন্ সময় কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে তা আমরা খুব যত্ন করে লিখে নেই। এর নাম রুটিন। এর বাংলা নাম হলো করণীয় কজের তালিকা।

আমি যদি আমার জীবনে সত্যি উন্নতি করতে চাই তাহলে আমার প্রত্যেক দিনের চব্বিশটি ঘন্টা কিভাবে খরচ করব তা চিন্তা-ভাবনা করে ঠিকমতো লিখে নিতে হবে। স্কুলের রুটিন শুধু কাজের জন্য স্কুলের বাইরে আমার সময়টা কোন কোন কাজে লাগাব তার জন্য আমাকে রুটিন তৈরী করতে হবে। তাহলে আমার সব কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করা সহজ হবে।

রুটিন বানাবার সময় আমার ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমার বড় বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী । এসব কর্তব্যের দিকে খেয়াল রেখেই সময় ভাগ করতে হবে। আমি প্রথমতঃ মুসলিম হিসেবে রুটিনে জামায়াতে নামায আদায় করা,কুরআন বুঝে পড়া, ইসলামী বই পড়া ইত্যাদির জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখতে চাই। এরপর স্কুলের লেখাপড়া ঠিকমতো যাতে হয় সেজন্য সময় হিসেব মতো রাখতে হবে। বিকেলে খেলার জন্যও রুটিনে সময় রাখতে হবে। এমন কি গোসল করা, খাওয়া-ঘুমানো ইত্যাদির জন্যও হিসেব করে সময় দিতে হবে। রাতে একটা সময় ঘুমাতে হবে, যাতে সকালে পড়ার সময় ঘুম না পায়।

রুটিনের ফাঁকে ছোট ভাই-বোনদেরকে আদর করা, আব্বা-আম্মার কোন কাজে সাহায্য করা ও বাগানের কাজ করার জন্যও সময় রাখতে হবে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) রুটিন কি? সব কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করা সহজ হবে কিভাবে?

(২) রুটিন তৈরিতে কি কি বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে?

www.icsbook.info

শ্রেষ্ঠ মুনাজাত

মুনাজাত মানে মনের আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ নিজেই কুরআনে বহু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো সূরা ফাতিহা। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু হয়েছে। এ বইটিতে কুরআনের বহু শিক্ষার কথাই লেখা হয়েছে। তাই কুরআনের পয়লা সূরাটির অর্থ জানা দারকার। তাহলে এ দোয়ার বরকতে আমরা সঠিক পথে চলতে পারব ইনশাআল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
মেহেরবান ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করলাম।

১. প্রশংসা শুধু আল্লাহরই জন্য যিনি সারা জাহানের রব।[১]
২. (যিনি) বহুত মেহেরবান ও দয়াময়।
৩. (যিনি) বিচার দিনের মালিক।[২]
৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, আর শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
৫. আমাদেরকে সরল মজবুত পথ দেখাও।
৬. ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ।
৭. যাদের উপর গজব পড়েনি আর যারা পথহারা হয়নি।[৩]

১. রব অর্থ মনিব, প্রভু লালন-পালনকারী, হুকুমকর্তা, বিধানদাতা, শাসক, ব্যবস্থাপক-এসব অর্থেই আল্লাহ সারা জাহানের রব।
২. মৃত্যুর পর আল্লাহ সব মানুষকে আখিরাতে তাদের ভালোমন্দ সব কাজের বিচার করে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। সে বিচার দিনের একমাত্র বিচারক আল্লাহ।
৩. শেষ আয়াতের অর্থ এ রকমও হতে পারে "ঐ সব লোকের পথ নয় যাদের উপর গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে।"

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) মুনাজাত অর্থ কি? শ্রেষ্ঠ মুনাজাত কোনটি?
(২) সূরা ফাতিহার অর্থ মুখস্থ বল।

www.icsbook.info

আল্লাহর কাছে আমি যা চাই

ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার ছোট এক গোলাম। আমার জন্য আব্বা-আম্মার মনে তুমি কত স্নেহ-মমতা দিয়েছ! তাই তারা আমার সুখ-সুবিধার জন্য এত কষ্ট করেন। আমাকে তাওফিক দাও যেন এমনভাবে আমি চলতে পারি যাতে আব্বা-আম্মা সব সময় আমার উপর খুশি থাকেন।
হে আমার মনিব! তোমার দয়ার শেষ নেই। আমার দেহ-মন ও দুনিয়ার হাজারো নিয়ামত তুমিই দান করেছ। আমাকে সাহায্য কর যাতে তোমার হুকুম ও রাসূল (স) এর তরীকামতো চলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে পারি।

ইয়া আল্লাহ! দুনিয়ার সব দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করার জন্য আমাকে প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান দান কর। আর আমার চরিত্রকে এমন সুন্দর বানাও যাতে সবাই আমাকে আদর করে এবং আমার সমবয়সীদের জন্য আমি আদর্শ হতে পারি।

ইয়া মাওলা! তুমিই আমাকে বাংলাদেশে পয়দা করেছ। আমি নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টায় এদেশে পয়দা হইনি। তুমিই আমার জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে বাছাই করেছ। তাই তোমার দান হিসেবে এ জন্মভূমিকে আমি ভালবাসি।

ইয়া ইলাহী! আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের উপর তুমি রহমত নাযিল কর। এ দেশর উপর থেকে তোমার গযব উঠিয়ে নাও। এ দেশের মানুষকে সুখে ও শান্তিতে রাখ।

ইয়া মাবুদ! তোমার রাসূল (স) যেভাবে কুরআনের আইন জারি করে তাঁর জন্মভূমিতে সুখশান্তির ব্যবস্থা করেছিলেন আমার প্রিয় জন্মভূমিতেও যেন তা সম্ভব হয় সে জন্য আমাকেও কাজ করার তাওফিক দাও। আমীন।
ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) আমরা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর কাছে কি কামনা করতে পারি?
(২) দেশের জন্য আমরা আল্লাহর নিকট কি ফরিয়াদ করবো?

www.icsbook.info

কুরআনের কতক পরিভাষা

অহী ঃ শাব্দিক অর্থ গোপনে জানানো, ইশারা করা, খবর দেয়া। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বাণী বা ইংগিত। এ অহীর মারফতেই কুরআন নাযিল হয়েছে।

আমলে সালেহ ঃ সালেহ মানে ভাল, যোগ্য উপযোগী, পুণ্যবান ইত্যাদি। আমলে সালেহ অর্থ এমন কাজ যা মানুষের জন্য ভাল ও উপযোগী, যে কাজ যোগ্যতার পরিচায়ক। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হলো ঐ সব কাজ যা আল্লাহ ও রাসূল (স) পছন্দ করেন এবং এ সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা তাঁরা অপছন্দ করেণ। কারণ এভাবে চলাই মানব জীবনের জন্য মংগলকর, এসব কাজই মানব সমাজের উপযোগী এবং এসব কাজের মাধ্যমেই মানবিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

আরশ ঃ শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন, বাদশার আসন। পরিভাষা হিসেবে আল্লাহর আরশ মানে আল্লাহর ক্ষমতা প্রয়োগে রত থাকা। 'আল্লাহ আরশে অধিষ্ঠিত আছেন' বললে একথা বুঝায় না যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে তিনি অবস্থান করেন, এর মানে হলো যে, এ সৃষ্টি জগত পয়দা করে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান নি। সবকিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহাল আছে।

ইন্তিকাল ঃ নাকালা মানে স্থানান্তর করা, জায়গা বদল করা, চলা, নাকল অর্থ স্থানান্তর, পরিবহন, ট্র্যান্সফার। এ থেকেই ইন্তিকাল শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ স্থানান্তরিত হওয়া, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অপসারিত হওয়া, সরিয়ে দেয়া। ইন্তিকালের পারিভাষিক অর্থ মৃত্যু, এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে আর এক জগতে যাওয়া বা বদলী হওয়া।

ইলম ঃ শাব্দিক অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা। পরিভাষা হিসেবে ঐ জ্ঞানকেই ইলম বলা হয় যা আল্লাহ পাক অহীর মাধ্যমে রাসূলের নিকট পাঠিয়েছেন। যত জ্ঞান

www.icsbook.info

অহীর বিপরীত নয় তাও ইলম। মানুষের মনগড়া যে সব বিদ্যা অহীর বিপরীত তা ইলম নয়।

ইলাহ ঃ এমন হুকুমকর্তা যার হুকুম করার নিরংকুশ অধিকার আছে। এমন সত্তা যিনি অভাব পূরণ, আশ্রয় ও শান্তি দানের ক্ষমতা রাখেন। মানুষের অন্তহীন অভাব বোধ এবং শান্তি ও আশ্রয়ের আকাঙ্খার ফলে যে এতটা অসহায় বোধ করে যে, সে এমন এক সত্তাকে তালাশ করতে বাধ্য হয়। এমন ইলাহ একজনই আছেন। তাই ইলাহ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম ব্যবহার করলে আল ইলাহ শব্দই তৈরি হয় এবং এর অর্থ হলো একমাত্র ইলাহ। আল ইলাহ শব্দই আল্লাহ শব্দে পরিণত হয়েছে। আল্লাহই যেহেতু একমাত্র ইলাহ হবার যোগ্য তাই শুধু তারই নাম আল্লাহ, আর কেউ এ নামে পরিচিতই নয়।

ঈমান ঃ আমন মানে নিরাপত্তা, শান্তি। আমীন মানে বিশ্বস্ত, অনুগত। ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় ঈমান অর্থ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও এর আনুসংগিক বিষয়ে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস অর্থ হলো এমন সব বিষয়কে সত্য মনে করা যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও যুক্তি ও বুদ্ধি সে সবকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সব জিনিসকে জানা যায় সে সবের প্রতি বিশ্বাস আনার দারকার হয় না, অদৃশ্য বিষয়ের জন্যেই ঈমানের দরকার। ঈমানের ফলেই নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া সম্ভব।

কাফির ঃ শাব্দিক অর্থ গোপন করে বা ঢেকে রাখে। চাষী জমির নিচে ফসলের বীজ ঢেকে দেয় বলে কাফির অর্থ চাষীও হয়। পারিভাষিক অর্থে মুমিনের বিপরীত শব্দই কাফির। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা যে অস্বীকার করে, এ সবের পক্ষে তার মনে যেসব যুক্তির উদয় হয় তা সে গোপন করে, বিবেকের দাবিকে সে ঢেকে রাখে, তাই সে ঈমান আনতে রাজি হয় না। অর্থাৎ সে কাফির।

www.icsbook.info

কিরামুন কাতিবীন ঃ কিরাম মানে সম্মানিত, কাতিব মানে লেখক। শাব্দিক অর্থ সম্মানিত লেখক। পরিভাষায় ঐ সব ফেরেশতাকে বুঝায় যাঁরা মানুষের ভাল-মন্দ সব আমলকে রেকর্ড করে রাখেন।

কিয়ামাত ঃ শাব্দিক অর্থে কিয়ামাত মানে অভিভাকত্ব, তত্ত্বাবধান, জিম্মা। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হলো দুনিয়ার বর্তমান কাঠামো ভেংগে দেবার পরবর্তী অবস্থা। আল্লাহ পাক বর্তমান পৃথিবী ও গোটা বস্তু জগত ধ্বংস করে আবার সমস্ত মানুষকে জীবিত করে এক নৈতিক জগত কায়েম করবেন। যেখানে মানুষের বিচার হবে এবং ইনসাফের সাথে সবাইকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে। এ সবটুকু অবস্থাকে এক সাথে 'কিয়ামাত' বলা হয়। দুনিয়া ধ্বংস হওয়া কিয়ামাতের শুরু। 'কিয়ামাতের' দ্বিতীয় পর্যায়কেই আখিরাত বলা হয়। পুনরুত্থান থেকেই আখিরাতের শুরু।
দুনিয়ার জীবন মানুষকে যে ইখতিয়ার ও আযাদী দেয়া হয়েছে মৃত্যুর সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যাবে। এরপর মানুষ একমাত্র আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। তাই এ অবস্থার নাম দেয়া হয়েছে কিয়ামাত বা কিয়ামাহ।

গযব ঃ শাব্দিক অর্থ রাগ, উগ্রতা, গভীর ক্রোধ। পরিভাষায় আল্লাহর প্রচন্ড অসন্তোষ ও বিক্ষোভ।

জান্নাত ঃ শাব্দিক অর্থ বাগান। পরিভাষায় স্বর্গ বা বেহেশত বুঝায়। জান্নাত ঐ জায়গার নাম যেখানে শুধু সুখ আছে এবং যেখানে কোন রকম দুঃখ নেই। অভাবের কারণেই দুঃখ হয় তাই জান্নাতে কোন অভাব থাকবে না। সেখানে মন যা চাবে তা-ই পাবে (সাজদ-১৩) জান্নাত এমন এক সুখকর চিরশান্তিময় জায়গা যেখানে একমাত্র অভাবেরই অভাব আছে। আর কিছুরই অভাব নেই।

তাওহীদ ঃ ওয়াহীদ মানে এক, আহাদ মানে অদ্বিতীয়, একক। তাওহীদ মানে একত্ব ঘোষণা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহকে সর্বদিক

www.icsbook.info

দিয়ে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা। আল্লাহর জাত (সত্তা), ছিফাত (গুণাবলী), ইখতিয়ার (ক্ষমতা) ও হুকুক (অধিকার) এর দিক দিয়ে আর কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করাই তাওহীদের দাবি। এসব দিক দিয়েই একক ও অদ্বিতীয় বলে আল্লাহকে মেনে নেয়ার নামই তাওহীদ।

তাকওয়া ঃ 'ওকায়া' মানে সংরক্ষণ করা, পাহারা দেয়া, সাবধান হওয়া, আশ্রয় দেয়া, প্রতিরক্ষা করা, হেফাজত করা। 'ইত্তকা' মানে কোন কিছুর আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য পাহারা দেয়া, সাবধানে থাকা, যত্নবান হওয়া।

এ থেকেই তাকওয়া শব্দ হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ সাবধান হয়ে চলা ক্ষতিকর বিষয় থেকে নিজেকে পাহারা দেয়া ও রক্ষা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো এমন সাবধান হয়ে চলা যাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু থেকে বেঁচে থাকা যায়। সব ব্যাপারেই মন্দ থেকে বেঁচে চলার চেষ্টাই হলো তাকওয়া। যেহেতু আল্লাহর ভয় ছাড়া এভাবে চলা সম্ভব নয়, তাই তাকওয়ার অর্থ কারা হয় খোদাভীতি।

তাসবীহ ঃ সাব্বাহা মানে প্রশংসা করা, গৌরব প্রকাশ করা। সুবহুন বা তাসবীহ মানে প্রশংসা সবহাতুন বা মিসবাবাতুন মানে জপমালা। এ জপমালাকেও তাসবীহ বলা হয় বাংলা ও উর্দূতে। এ মালার দানা গুণে তাসবীহ পড়া হয় বলে মালার নামই হয়ে গেছে তাসবীহ।

দাওয়াত ঃ দোয়া মানে ডাক, আহ্বান, চাওয়া। দাওয়াত অর্থ ডাকার কাজ, আহবান জানাবার কাজ। বাংলায় নিমন্ত্রণ অর্থেও দাওয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কারো বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছে মানে যেতে আহবান জানিয়েছে। সাধারণত খাওয়ার জন্যই ডাকা হয় বলে এটাকে 'দাওয়াত' বলা হয়।

www.icsbook.info

দ্বীন ঃ দ্বীন শব্দটিকে কয়েকটি অর্থে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। সুরা ফাতিহাতে এর অর্থ প্রতিদান প্রতিফল বা বদলা। মূলত দ্বীনের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য, আনুগত্যের বিধান, আইন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, জীবন বিধান ইত্যাদি। দ্বীন ইসলাম মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম নামে যে জীবন বিধান রাসূলের (স) নিকট পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত কয়েকটি অর্থে কুরআনের বিভিন্ন সুরায় এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

রব ঃ কুরআন পাকে এ শব্দটি বিভিন্ন আকারে নয় শতেরও বেশি বার ব্যবহার করা হয়েছে। তারবিয়াত ও মরুব্বী শব্দ দুটো এ থেকেই তৈরি। বহু অর্থে রব শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(১) প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, ক্রমবিকাশদাতা।

(২) জিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশুনা।

(৩) নেতা, সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়, ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তি, যার কর্তৃত্ব স্বীকৃত, যার হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে।

(৪) মালিক, মনিব, প্রভু, স্রষ্টা।

রিযক ঃ জীবিকা, জীবন ধারণের উপকরণ। বস্তুগত উপকরণ ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন দানই রিযকের মধ্যে শামিল। সন্তান, ইলম, যোগ্যতা ইত্যাদিও রিযকের মধ্যে গণ্য। পরিভাষায় একমাত্র হালাল মালই রিযক। হারাম মাল রিযকে গণ্য নয়।

শহীদ ঃ শাহাদাত অর্থ সাক্ষী, সাক্ষ্য প্রমাণ, সার্টিফিকেট। শহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ সাক্ষী এর পারিভাষিক অর্থ কোন উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা, কোন আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করা, এ জাতীয় মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে সে ব্যক্তি প্রমাণ দেয় যে, সে ঐ আদর্শের জন্য নিষ্ঠাবান।

শায়তান ঃ শাতানা অর্থ দড়ি দিয়ে বাঁধা। শায়তান মানে যাকে অভিশপ্ত

www.icsbook.info

করে চিরতরে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে যার মুক্তি নেই। ইবলিসেরই আর এক নাম শায়তান রাখা হয়েছে। শায়তান নাম নয়, গালি।

শাফায়াত ঃ শাফায়া মানে মধ্যস্থতা করা, সুপারিশ করা। শাফায়াতের শাব্দিক অর্থ পক্ষ সমর্থন, ওকালতি, মধ্যস্থতা। পারিভাষিক অর্থে প্রধানতঃ উম্মাতের পক্ষে আল্লাহর নিকট নবীদের সুপারিশ বুঝায়। সাধারণভাবে আখিরাতে সব রকম সুপারিশই শাফায়াত হিসেবে গণ্য। কুরআন, নামায ও রোযা ইত্যাদিও শাফায়াত করবে। নবী ছাড়াও আল্লাহ পাক যাকে খুশি শাফায়াতের সুযোগ দেবেন। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।

শিরক ঃ শরীক অর্থ অংশীদার, সঙ্গী, সহযোগী। শিরক এর শাব্দিক অর্থ শরীক করার কাজ। পরিভাষায় এর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করার কাজ। তাওহীদের বিপরীত পরিভাষাই হলো শিরক। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে আর কাউকে শরীক করাকেই শিরক বলে। আল্লাহকে স্বীকার যারা করে না তারাই শিরকে লিপ্ত হয়। কারণ তারা আল্লাহর সাথেই অন্য সত্তা ও শক্তিকে শরীক করে। আল্লাহকে স্বীকার না করলে কার সাথে শরীক করবে? যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা মুশরিক। শিরককে বুঝতে হলে তাওহীদকে বুঝতে হবে। তাওহীদকে বুঝতে হলেও শিরককে জানতে হবে। (তাওহীদের অর্থ দেখ)।

সবর ঃ এর শাব্দিক অর্থ ধৈর্য, অধ্যাবসায়, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা। বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আপন লক্ষে স্থির থাকা, যে কাজে যতটা সময় দরকার ততটা সময় অপেক্ষা করা, কাজের ফল অস্বাভাবিক উপায়ে তাড়াতাড়ি পাওয়ার চেষ্টা না করা, আপাত মন্দের প্রলোভনে না ভুলে আপন আদর্শের

www.icsbook.info

পথে মজবুত হয়ে টিকে থাকা ইত্যাদি অর্থে সবর শব্দটি কুরআন পাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নের জবাব দাও ঃ

(১) শব্দের অর্থ লিখ?

অহী, আরশ, ইন্তিকাল, ইলম, ইলাহ, ঈমান, কাফির, গযব, তাসবীহ, দ্বীন, রব।

(২) আমলে সালেহ বলতে কি বুঝায়? আলোচনা কর।

(৩) ঈমান অর্থ কি? ইসলামী পরিভাষায় ঈমান বলতে কি বুঝায়?

(৪) কিয়ামাত কাকে বলে? আখেরাত কাকে বলে?

(৫) তাকওয়া শব্দের মানে কি? তাকওয়া বলতে কি বুঝায়?

সমাপ্ত

www.icsbook.info